তপ্ত তারুণ্যের দুর্বার আন্দোলন

৩৬ জুলাইয়ের দিনলিপি

নাঈমুল বারী

তপ্ত তারুণ্যের দুর্বার আন্দোলন ৩৬ জুলাইয়ের দিনলিপি

।। নাসীমুল বারী ।।

প্রেক্ষাপট

সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশদের বিদায়ের পর নতুন দেশের শুরু থেকেও বাঙালিরা পদে পদে বৈষম্যের শিকার হয়। ১৯৪৮ সালে ঢাকার রমনা রেইসকোর্স ময়দানে তৎকালিন পাকিস্তানের বড়লাট জিন্নাহ সাহেব সাড়ে চার কোটি বাংলা ভাষাভাষীর বুকের ওপর দাঁড়িয়ে পঞ্চাশ লাখ উর্দুভাষীর পক্ষে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন। সেদিনই বাঙালির প্রতি বৈষম্যের প্রথম বীজটি বপন করা হলো। অধিকার হরণের প্রথম পথটি তৈরি করা হলো। ১৯৫৪ সালে বাঙালি সরাসরি ভোটে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশে) যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করে। সরকার গঠিত হওয়ার পনের দিনের মাথায় তা ভেঙ্গে দিয়ে দ্বিতীয়বার বৈষম্যের বীজ বপন করলো পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী। একই সাথে সরকারি চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্যে নানা কায়দায় বাঙালির প্রতি বৈষম্য শুরু করে ওই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বৈষম্য আর অধিকার হরণের মাধ্যমে বাঙালিকে দমিয়ে রাখার প্রয়াস চালায় বার বার। বৈষম্যের প্রতিবাদে অধিকার রক্ষায় বাঙালিও রাজনৈতিক সামাজিক সংগ্রাম শুরু করে। সংগ্রাম আন্দোলনের মাঝেই ১৯৭০ এর জাতীয় নির্বাচনে পূর্ব-পশ্চিম পুরো পাকিস্তানে বাঙালি নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে। এটি পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচন ছিল। প্রথম নির্বাচনে নিরঙ্কুশতা পেলেও বাঙালিকে ক্ষমতায় বসতে না দিয়ে আরও বড় এক বৈষম্যের আয়োজন করে। চরম নাগরিক অধিকার হরণ করে। এভাবেই সময় পরম্পরায় অধিকার হারা বৈষম্যের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে বাঙালি। শুরু করে স্বাধীনতা যুদ্ধ ১৯৭১-এ।

ডিসেম্বরে বিজয় লাভ করার মাধ্যমে এক নতুন বাঙালি জাতিসত্তার উন্মেষ ঘটে বিশ্ব দরবারে। 'বাংলাদেশ' নামে নতুন এক দেশও বিশ্বমানচিত্রে জায়গা করে নেয়। বিশ্ব স্বীকৃত এই নতুন দেশ ও জাতির প্রধান চেতনাই ছিল বৈষম্যবিরোধী সাম্যের এক দেশ।

কিন্তু বাঙালি সে স্বপ্ন অধরাই থেকে যায়। ১৯৭২ সালের ৫ সেপ্টেম্বর এক নির্বাহী আদেশে সরকারি, বেসরকারি, প্রতিরক্ষা, আধা সরকারি এবং জাতীয়করণ করা প্রতিষ্ঠানে জেলা ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে ৩০ শতাংশ মুক্তিযোদ্ধা ও ১০ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের জন্য কোটা প্রবর্তন করা হয়। [সূত্র: দৈনিক সমকাল: ২৯ জুন ২০২৪ | ০১:১৩ | আপডেট: ২৯ জুন ২০২৪ | ১৭:১২]। পরে বিভিন্ন সময়ে কোটায় সংস্কার ও পরিবর্তন করা হয়। বর্তমানে সব মিলিয়ে ৫৬ শতাংশ কোটা বিদ্যমান। পরবর্তীতে রেলওয়ের চাকুরিতে পোষ্যসহ অন্যান্য কোটা নির্ধারত হয় ৮২%। প্রাথমিক শিক্ষকের নিয়োগে পোষ্যসহ অন্যান্য কোটা নির্ধারিত হয় ৯৬%। তাহলে কোটার বাইরে সাধারণের জন্য মেধায় ব্যবস্থা থাকল কতটুক? সরকারি, বেসরকারি, প্রতিরক্ষা ইত্যাদিতে ৪৪%, রেলওয়েটে ১৮% আর প্রাথমিক শিক্ষকের নিয়োগে ৪%। সাধারণ মেধাবীদের প্রতি কী চরম বৈষম্য!

এরপরই ১৯৭৩ সালের সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় নির্বাচনে বাঙালি তার স্বতঃস্ফূর্ত ভোটাধিকার প্রয়োগে ব্যর্থ হেয়েছে শাষিত সরকারের বৈষম্যে। অথচ ১৯৭০-এও বাঙালি স্বতঃস্ফূর্ত ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পেরেছিল। ১৯৭৩-এর সেই প্রথম নির্বাচন থেকে আর কখনো বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে ভোটাররা তাদের অধিকারকে রক্ষা করতে পারেনি। স্বাধীন দেশেও নতুন করে চরম রাজনৈতিক বৈষম্যের শিকার হলো বাঙালি।

সার্বিক ফলাফলটা কী দাঁড়াল? একাত্তরের পূর্বে সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধ করে বিজয়ী হয়ে আবার সেই বৈষেম্যের যাঁতাকলে পড়ে বাঙালি। এবার কোনো বহিরাগত সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিস্ট গোষ্ঠী নয়; স্বজাতি গোষ্ঠী, নিজেদের গোষ্ঠী। স্বজাতি গোষ্ঠীর রাজনৈতিক মানসিকতাটাও সে-ই বৈষম্যসৃষ্টিকারী ফ্যাসিস্টদের মতোই গড়ে উঠেছে।

আন্দোলনের পথ তৈরি

এ সময়ের জেনারেশন জেড বা জেন-জি প্রজন্ম কিন্তু মেধার কোটা বৈষম্য মেনে নিতে পারেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সাইলেন্ট জেনারেশন যেমন ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে এগিয়েছে; তেমনি জেন-জি প্রজন্মও বৈষম্যকে ভেঙে চুরমার করে দিতে দুর্জয় আগ্নেয়গীরীর উৎগীরণ ছড়িয়ে দেয় দেশব্যাপী। আর এ বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পথ তৈরি করে 'সরকারি চাকরিতে কোটা প্রথা বাতিল চেয়ে হাইকোর্টে রিট'-এর মাধ্যমে। ২০১৮ সালের ৩১ জানুয়ারি রিটটি করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আনিসুর রহমান মির, ঢাকাস্থ কুমিল্লা সাংবাদিক সমিতির সদস্য সচিব ও বাসসের সিনিয়র রিপোর্টার দিদারুল আলম এবং দৈনিক আমাদের অর্থনীতির সিনিয়র সাব এডিটর আব্দুল ওদুদ [সূত্র: বাংলাদেশ প্রতিদিন; ৩১ জানুয়ারি, ২০১৮। বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম; জানুয়ারি ৩১, ২০১৮। জাগোনিউজ২৪.কম; ৩১ জানুয়ারি ২০১৮।]

আন্দোলনের সূচনা

পরবর্তীতে সরকারি চাকরিতে বিদ্যমান কোটাব্যবস্থা বাতিল নয়, সংস্কারের দাবিতে ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখে 'বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের' ব্যানারে প্রায় ২০০০ শিক্ষার্থী ও চাকরিপ্রার্থী শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে একটি বিক্ষোভ ও মানববন্ধনের আয়োজন করে। আহবায়ক হিসেবে কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করে রাজু আহমেদ। আন্দোলন চালিয়ে নিতে একটি একটি প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলতে সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ৭১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। মূলত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখই কোটা সংস্কারের দাবিতে করা বিক্ষোভ ও মানববন্ধনই কোটাবিরোধী আন্দোলনে সূচনা।

তারপর ধারাবাহিক বিভিন্ন কর্মূচির মাধমে আন্দোলন চলতে থাকে। এরই এক পর্যারে ১১ এপ্রিল, ২০১৮ জাতীয় সংসদে কোটা বাতিলের ঘোষণা দিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পর কোটা প্রথা বাতিল প্রসঙ্গে সরকারের পরিপত্র জারি করা হয় ৪ অক্টোবর, ২০১৮।

২০২১ সালে এ পরিপত্র বাতিল চেয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হিসেবে ওহিদুল ইসলাম তুষার ও অপর ছয়জন একটি রিট দায়ের করেন। এ রিটের রায় প্রকাশ হয় ৫ জুন ২০২৪, সোমবার। সে রায়ে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ২০১৮ সালের ৪ অক্টোবর বাংলাদেশ সরকারের জারি করা পরিপত্রকে অবৈধ ঘোষণা করে। [সূত্র: স্টার অনলাইন রিপোর্ট; বুধবার, জুন ৫, ২০২৪; ০৫:৪২ অপরাহ্ন। দৈনিক সমকাল: ২৯ জুন ২০২৪ | ০১:১৩ | আপডেট: ২৯ জুন ২০২৪ | ১৭:১২]

পরদিন ৬ জুন ২০২৪, মঙ্গলবার আদালতের এই রায়ের প্রতিবাদে বিক্ষোভে নামেন শিক্ষার্থীরা।

আন্দোলনের দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত পর্বের সূচনা

৬ জুন, ২০২৪, মঙ্গলবার

এদিন 'সরকারি চাকরিতে ২০১৮ সালের পরিপত্র বাতিল করে কোটাপদ্ধতি পুনর্বহাল-সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায়ের প্রতিবাদ জানিয়ে এবং চাকরিতে মেধাভিত্তিক নিয়োগ বহাল রাখার দাবিতে' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দ'-এর ব্যানারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ও গণতান্ত্রিক ছাত্রশক্তির কেন্দ্রীয় সদস্যসচিব নাহিদ ইসলাসের নেতৃত্বে। এ কর্মসূচিতে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী অংশ নেন। সমাবেশটি শেষ হয় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। [সূত্র: প্রথম আলো অনলাই; ০৬ জুন ২০২৪, সময়- ২০: ৫০]।

এ সময় শিক্ষার্থীদের হাতে 'কোটাব্যবস্থা পুনর্বহাল, মানি না মানব না', 'ছাত্রসমাজের অ্যাকশন, ডাইরেক্ট অ্যাকশন', 'কোটা প্রথার কবর দে, সারা বাংলায় খবর দে', 'আঠারোর হাতিয়ার, গর্জে উঠুক আরেকবার', 'ভেবে দেখুন বারবার, কোটা প্রথার কী দরকার' নানা স্লোগান দেন। আন্দোলনকারীদের হাতে 'সকল কোটা বাতিল হোক, যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকরি হোক', 'কোটা নয়, মেধা চাই', 'কোটাপদ্ধতি নিপাত যাক, মেধাবীরা মুক্তি পাক', 'যৌক্তিক কোটা সংস্কার চাই' প্রভৃতি লেখা প্ল্যাকার্ড ছিল। [সূত্র: প্রথম আলো অনলাই; ০৬ জুন ২০২৪, সময়- ২০: ৫০]।

৯ জুন, ২০২৪, শুক্রবার

আজ রোববার সকাল ১১টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এক বিক্ষোভ সমাবেশে আগামী ৩০ জুনের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা কোটা পুরোপুরি বাতিল করা না হলে দেশব্যাপী আন্দোলনের আল্টিমেটাম দিয়েছে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দ' ব্যানারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। [সূত্র: দ্য ডেইলি স্টার বাংলা অনলাইন ভার্সন; রোববার জুন ৯, ২০২৪ ০১:৪৫ অপরাহ্ন] একই দাবিতে চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও আন্দোলন কর্মসূচি পালন করে। শিক্ষার্থীরা তাঁদের দাবি মানতে সরকারকে ৩০ জুন পর্যন্ত সময় বেঁধে দেয়। এ সময়ের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে সর্বাত্মক আন্দোলনের ঘোষণা দেয় তারা। বিক্ষোভ শেষে আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধিদল সুপ্রিমকোর্টে অ্যাটর্নি জেনারেল বরাবর স্মারকলিপি দিতে যায়।

এদিকে কোটা বাতিল-সংক্রান্ত হাইকোর্টের দেওয়া রায় স্থগিত চেয়ে রাষ্ট্রপক্ষের করা আবেদন আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে শুনানির জন্য ৪ জুলাই দিন নির্ধারণ করা হয়।

৩০ জুন ২০২৪, রোববার

পরিপত্র বাতিল করে সরকারি চাকরিতে কোটা পুনর্বহালের প্রতিবাদে আজ বেলা ১১টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) শিক্ষার্থীরা প্যারিস রোডে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে। কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন স্লোগান লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে অংশ নেয়। এসব প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল 'মেধাবীদের কান্না আর না আর না', 'কোটাবৈষম্য নিপাত যাক, মেধাবীরা মুক্তি পাক', 'কোটা প্রথায় নিয়োগ পেলে, দুর্নীতি বাড়ে প্রশাসনে', 'মেধাবীদের যাচাই করো, কোটাপদ্ধতি বাতিল করো' ইত্যাদি। [সূত্র: দৈনিক দেশ-রূপান্তর; রাবি প্রতিনিধি; ০১ জুলাই ২০২৪, ০৪:০৭ পিএম]

৩৬ জুলাই-এর উদ্ভব

'৩৬ জুলাই' পঞ্জিকা বহির্ভূত একটি তারিখ। প্রকৃতপক্ষে পঞ্জিকা বা ক্যালেন্ডারে এদিনটি হলো ৫ আগস্ট। তাহলে '৩৬ জুলাই' কীভাবে এলো? বাংলাদেশে শুরু হওয়া বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের কর্মসূচি চলছিল ২০২৪-এর জুলাই জুড়ে। জুলাইয়ের শুরু থেকে শেষদিন পর্যন্ত বৈষম্যবিরোধী কোটাসংস্কার আন্দোলন নানা সময়ে নানা দফায় চলেছে। আন্দোলনের মাঝে উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে প্রাণ গিয়েছে বহু শিক্ষার্থীর। শেষদিন ৩১ জুলাই এক দফা দাবিতে আন্দোলন চরম রূপ ধারণ করে জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়। এ এক দফাই ঐক্যবদ্ধ জাতির চূড়ান্ত বিপ্লব। চূড়ান্ত বিপ্লবে তাদের বিজয় হতেই হবে। এ দিকটি বিবেচনা করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্রআন্দোলনের পক্ষে দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আগস্ট মাসের দিনগুলোকেও জুলাই মাস হিসেবে গণনা করার ঘোষণা দেওয়া হয়। এজন্য বৈষম্যবিরোধী ছাত্রআন্দোলনের অফিসিয়াল ফেজবুক গ্রুপে নিচের বক্তব্য লাল ডিজাইনকৃত ব্যাকগ্রাউন্ডে ১ আগস্ট ২০২৪ জানানো হয়।

জুলাই চলবে
মুক্তি আসা না পর্যন্ত
আজ ৩২ জুলাই

অতঃপর টাইপ বিন্যাসে নিচের হ্যাশট্যাগগুলো জুড়ে দেওয়া হয়।

#RememberingOurHeroes
#SaveBangladeshiStudents
#SaveBangladesh
#StudentsAgainstOppression
#JulyMassacre
#WeWantJustice
#JusticeForTheJust #RememberTheFallen

এভাবেই ৩২ জুলাই, ৩৩ জুলাই চলতে চলতে ৩৬ জুলাই চূড়ান্ত বিজয় আছে। বিশ্বের কোনো দেশের কোনো সমাজে ৩২ জুলাই, ৩৩ জুলাই, ৩৪ জুলাই, ৩৫ জুলাই ও ৩৬ জুলাই তারিখ হিসেবে কখনো ব্যবহৃত হয়নি।

ফলে 'এ ৫ দিন' পঞ্জিকা বহির্ভূত তারিখের পঞ্জিকা। ৩৬ জুলাই বাংলাদেশের তারুণ্যের শক্তিতে ছাত্র-জনতার অভাবিত এক বিজয়ের পঞ্জিকা। ৩২ জুলাই থেকে ৩৬ জুলাই শুধু বাংলাদেশের জন্যই; বাংলাদেশের নিজস্ব তারিখ। বিশ্বে জন্ম নিল তারুণ্য বিপ্লবের নতুন এক বিজয়ী উপমা '৩৬ জুলাই'।

মূল ৩৬ জুলাই আন্দোলন শুরু

কোটা সংস্কার আন্দোলন, শাহবাগ, কাঁটাবন, সায়েন্স ল্যাব, জুলাই ২০২৪। ছবি: উইকিপিডিয়া

১ জুলাই ২০২৪, সোমবার

আজ ১ জুলাই ২০২৪ সোমবার সকালে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী ও চাকরিপ্রত্যাশী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মিছিল নিয়ে কলাভবন, শ্যাডো ও মল চত্বর হয়ে মাস্টারদা সূর্য সেন হল, হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল ও বসুনিয়া তোরণ হয়ে আবার টিএসসির রাজু ভাস্কর্যে ফিরে আসে। পরে সেখানে 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন'–এর ব্যানারে সমাবেশ হয়।

সমাবেশ থেকে ৪ জুলাই পর্যন্ত সব বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দেওয়া হয়। এ সময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম বলে, '৪ জুলাইয়ের মধ্যে আইনিভাবে আমাদের দাবির বিষয়ে চূড়ান্ত সুরাহা করতে হবে। আমাদের আশ্বস্ত করতে হবে, যাতে কোটাব্যবস্থার চূড়ান্ত ফয়সালা করা হয়।' সমাবেশে আরো বক্তব্য দেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সারজিস আলম, আবু বাকের মজুমদার, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মেহেরুন নেসা প্রমুখ। [সূত্র: প্রথম আলো অনলাইন; ০১ জুলাই ২০২৪, ১৯:৫০]

সমাবেশের ঘোষিত কর্মসূচি- আগামীকাল ২ জুলাই মঙ্গলবার বেলা আড়াইটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে গণপদযাত্রা শুরু হবে। দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থীদের একই সময়ে একই কর্মসূচি পালনে আহ্বান জানানো হয়েছে। এ ছাড়া ৩ ও ৪ জুলাই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত সাত সরকারি কলেজ এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ঢাকার অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা রাজু ভাস্কর্যে একত্র হবে। [সূত্র: চ্যানেল 24 ডেস্ক; ২০:৩৭, ০১ জুলাই ২০২৪। প্রথম আলো অনলাইন; ০১ জুলাই ২০২৪, ১৯:৫০]

বিক্ষোভ হয় জাহাঙ্গীরনগর, জগন্নাথ, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে।

সর্বজনীন পেনশনের প্রত্যয় স্কিম প্রজ্ঞাপনের প্রতিবাদে শিক্ষকদের আন্দোলনে সংহতি জানান নাহিদ ইসলাম। তবে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে গ্রন্থাগার খোলা রাখার দাবি জানান তিনি। [সূত্র: চ্যানেল 24 ডেস্ক; ২০:৩৭ , ০১ জুলাই ২০২৪]

২ জুলাই ২০২৪, মঙ্গলবার

পূর্ব কর্মসূচি অনুযায়ি আজ পৌনে তিনটার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে থেকে মিছিল করে নীলক্ষেত, সায়েন্স ল্যাবরেটরি ও বাটা সিগন্যাল মোড় ঘুরে শাহবাগে গিয়ে থামে। সেখানে তাঁরা এক ঘণ্টা অবরোধ কর্মসূচি পালন করে। এ সময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম দেশের সব কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের একই ব্যানারে একই সময়ে কর্মসূচি পালনের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ‘এটা শুধু শিক্ষার্থী ও চাকরিপ্রত্যাশীদের আন্দোলন নয় । এটা একটা রাষ্ট্রের বিষয় । মুক্তিযোদ্ধা কোটা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এক জিনিস নয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কোনো বংশগত পরম্পরার বিষয় নয়, এটা একটা রাষ্ট্রীয় আদর্শ। আমরা এই আদর্শকে ধারণ করেই বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছি।’

একই দিন বিকেলে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী ঢাকা-আরিচা ২০ মিনিটের জন্য অবরোধ করেন।

৩ জুলাই ২০২৪, বুধবার

আন্দোলনে আজ আরও ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ ও অবরোধ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঢাকার আন্দোলনকারীরা ঢাকার শাহবাগ মোড় দেড় ঘণ্টার মতো অবরোধ করে রাখে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ময়মনসিংহে রেললাইনে ট্রেন অবরোধ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি মহাসড়ক, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে।জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও চাকরিপ্রত্যাশী শিক্ষার্থীরা পুরান ঢাকার তাঁতীবাজার মোড়ে সড়ক অবরোধ করে। বেলা তিনটা থেকে এ অবরোধ কর্মসূচি পালন করা হয়।

৪ জুলাই ২০২৪, বৃহস্পতিবার

বিগত ৯ জুন ২০২৪ কোটা বাতিল-সংক্রান্ত হাইকোর্টের দেওয়া রায় স্থগিত চেয়ে রাষ্ট্রপক্ষের করা আবেদন আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চে আজ শুনানি হয়। শুনানির রায়ে হাইকোর্টের রায় আপিল বিভাগ স্থগিত করেনি। প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বাধীন ছয় সদস্যের আপিল বিভাগ ‘নট টুডে’ বলে আদেশ দেন। পরের সপ্তাহে এ বিষয়ে শুনানি হতে পারে বলে ওই দিন অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয় থেকে জানানো হয়।

শিক্ষার্থীরা দেশের বিভিন্ন মহাসড়ক অবরোধ করে। ঢাকায় শাহবাগ মোড় ৫ ঘণ্টা অবরোধ করে রাখে। এ দিন ছাত্র সমাবেশ থেকে ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়।

৫ জুলাই ২০২৪, শুক্রবার

চট্টগ্রাম, খুলনা ও গোপালগঞ্জে সড়ক অবরোধসহ বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ করে আন্দোলনকারীরা। ছুটির দিন হলেও সড়ক অবরোধে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি দেখা যায়।

৬ জুলাই ২০২৪, শনিবার

নতুন ও আধুনিক একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি ‘বাংলা ব্লকেড’

আজ শনিবার বিকেলে বেলা সোয়া তিনটার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের সামনে থেকে ‘বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন’ ব্যানারে মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি ক্যাম্পাসের শ্যাডো ও মল চত্বর ঘুরে মাস্টারদা সূর্যসেন হল ও হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের সামনে দিয়ে স্মৃতি চিরন্তন চত্বর, টিএসসি ও বকশীবাজার হয়ে বুয়েট ক্যাম্পাসের ভেতর দিয়ে

পলাশী ও আজিমপুর এলাকা ঘুরে আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ভেতর দিয়ে শাহবাগে এসে আবারও অবরোধ করে শিক্ষার্থী ও চাকরিপ্রত্যাশীরা। মিছিল ও অবরোধে স্লোগান ছিল- 'দফা এক দাবি এক, কোটা নট কাম ব্যাক', 'কোটা না মেধা, মেধা মেধা', 'তারুণ্যের হাতিয়ার, গর্জে উঠুক আরেকবার' প্রভৃতি। এখানে এসে চার দফা দাবি ঘোষণা করে। দাবি চারটি হলো-

১. ২০১৮ সালের পরিপত্র বহাল সাপেক্ষে কমিশন গঠন করে দ্রুত সময়ের মধ্যে সরকারি চাকরিতে সব গ্রেডে অযৌক্তিক ও বৈষম্যমূলক কোটা বাদ দিতে হবে,

২. সে ক্ষেত্রে সংবিধান অনুযায়ী শুধু অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর কথা বিবেচনা করা যেতে পারে;

৩. সরকারি চাকরির নিয়োগ পরীক্ষায় কোটা–সুবিধা একাধিকবার ব্যবহার করা যাবে না ও কোটায় যোগ্য প্রার্থী না পাওয়া গেলে শূন্য পদগুলোতে মেধা অনুযায়ী নিয়োগ দিতে হবে;

৪. দুর্নীতিমুক্ত, নিরপেক্ষ ও মেধাভিত্তিক আমলাতন্ত্র নিশ্চিত করতে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

[সূত্র: প্রথম আলো; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ০৬ জুলাই ২০২৪, ১৮:০১।

'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' ব্যানারে চারদফা দাবির পক্ষে মিছিল বের করেন শিক্ষার্থী ও চাকরিপ্রত্যাশীরা।
ছবি : তানভীর আহাম্মেদ- প্রথম আলো

শাহবাগে অবরোধ কর্মসূচি শেষে নতুন আরেক কর্মসূচি ঘোষণা করেন আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম। শাহবাগ থেকে ঘোষিত কর্মসূচিতে বলা হয়, আগামীকাল (রোববার, ৭ জুলাই)) বিকাল ৩টা থেকে 'বাংলা ব্লকেড' কর্মসূচি ঘোষণা করছি। শুধু শাহবাগ মোড় নয়, সায়েন্সল্যাব, চানখাঁরপুল, নীলক্ষেত, মতিঝিল, যাত্রাবাড়ীসহ ঢাকার প্রতিটি পয়েন্ট অবরোধ করা হবে। এসব পয়েন্টে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নেমে আসবে। বাংলা ব্লকেড কর্মসূচি সফল করবেন তারা। আর ঢাকার বাইরে যেসব শিক্ষার্থী আছেন আপনারা জেলায় জেলায় মহাসড়কগুলো অবরোধ করবেন।

সব বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন, ছাত্র ধর্মঘট এবং সারা দেশে সড়ক-মহাসড়ক অবরোধের ডাক দেন 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।' **অবরোধ বা ধর্মঘট জাতীয় এমন কর্মসূচির নতুন নাম 'বাংলা ব্লকেড'। নতুন ও আধুনিক একটি রাজনৈতিক পরিভাষা।**

'বাংলা ব্লকেড' কর্মসূচি কেমন হতে পারে এ বিষয়ে আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক শারজিস আলম বলেন, বাংলা ব্লকেড মানে হলো, সারা দেশে আমরা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট অবরোধ করবো, যাতে কোনো গাড়ি চলতে না পারে। শহরের যান চলাচল সারা দেশ ব্লক করার জন্য আমরা সম্ভাব্য সব রুট অবরোধ করবো। যদি জানতে পারি কোনও বিকল্প রুটে বাইপাস দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে, সেটিও অবরোধ করব।

[সূত্র: সম্পূর্ণ নিউজ সময়; ১৮টা ৩৫মিনিট, ৬ জুলাই ২০২৪। যুগান্তর; ০৭ জুলাই ২০২৪, ০৫:১৩ পিএম। বাংলা ট্রিবিউন; ০৭ জুলাই ২০২৪, ১১:৪৫। ইত্তেফাক; ০৭ জুলাই ২০২৪, ২০:২৮]

৭ জুলাই ২০২৪, রোববার

নতুন কর্মসূচি বাংলা ব্লকেড-এর প্রথম দিন। বাংলা ব্লকেডে স্থবির রাজধানী। থেমে যায় দেশের বিভিন্ন শহর। অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ক্লাস ও পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণা দিয়ে আবার কর্মসূচি ঘোষণা। পরের দিনও 'বাংলা ব্লকেড' এর ঘোষণা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ।

৮ জুলাই ২০২৪, সোমবার

ঢাকার ১১টি স্থানে অবরোধ, ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ, ৩টি স্থানে রেলপথ অবরোধ এবং ৬টি মহাসড়ক অবরোধ। সরকারি চাকরিতে সব গ্রেডে অযৌক্তিক ও বৈষম্যমূলক কোটা বাতিল করে শুধু সংবিধান অনুযায়ী অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য ন্যূনতম কোটা রেখে সংসদে আইন পাসের দাবি।

কোটাবৈষম্যের বিরুদ্ধে ও স্থায়ী সমাধানের দাবিতে 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' নামে ৬৫ সদস্যের সমন্বয়ক টিম গঠন।

সমন্বয়ক কমিটির সদস্য নাহিদ ইসলাম চার দফা দাবির পরিবর্তে এক দফা দাবির কথা বলেন। দাবিটি হলো, সরকারি চাকরিতে সব গ্রেডে অযৌক্তিক ও বৈষম্যমূলক কোটা বাতিল করে শুধু সংবিধান অনুযায়ী অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য ন্যূনতম কোটা রেখে সংসদে আইন পাস করা।

সংবাদ সম্মেলনে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন, 'কোটা বাতিলের বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন। আদালতের রায় পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।'

৯ জুলাই ২০২৪, মঙ্গলবার

হাইকোর্টের রায় স্থগিত চেয়ে দুই শিক্ষার্থীর আবেদন। ওই দুই শিক্ষার্থীর আবেদন করার সঙ্গে কোটাবিরোধী আন্দোলনকারীদের কোনো সম্পর্ক নেই বলে দাবি করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে পরদিনও সারা দেশে সকাল-সন্ধ্যা 'বাংলা ব্লকেড' কর্মসূচি অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেওয়া হয়।

১০ জুলাই ২০২৪, বুধবার

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে সরকারি চাকরিপ্রত্যাশী শিক্ষার্থীদের 'বাংলা ব্লকেড' নামক এই কর্মসূচিতে শুরুতে শুধুমাত্র পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি কলেজগুলোর অংশগ্রহণ থাকলেও ধীরে ধীরে তা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝেও ছড়িয়ে পড়েছে।

আজও শিক্ষার্থীরা সকাল ১০টা থেকে শাহবাগ, নীলক্ষেত, আজিমপুর, বাংলামোটর, সাইন্সল্যাব, কারওয়ানবাজার, শ্যামলী, বকশীবাজার, গুলিস্তান, পল্টন, রামপুরা ব্রিজ, ফার্মগেট, মহাখালীসহ ঢাকার অন্তত ১৭টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জড়ো হয়েছে। এদিকে ঢাকার বাইরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দেশের সব গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কগুলোতে শিক্ষার্থীরাও এদিন সকাল ১০টা থেকে ১১টার মাঝেই অবস্থান নেওয়া শুরু করেছে। শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, তাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তারা এই আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়াবেন না। সরকারি চাকরির সব পদে কোটা সংস্কারের দাবি সরকারের সিদ্ধান্তের বিষয়, আদালতের নয়। অন্যদিকে আজ শুনানির একপর্যায়ে প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান বলেন, 'আমরা এই সমাজের মানুষ, কিছু কথা বলতেই হয়। সেটি হচ্ছে যে একটা রায় হাইকোর্টে হয়ে গেছে। ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলন করছে। সেখানে তারা যেটা করেছে, এটা অ্যাপ্রিশিয়েট (প্রশংসা) করার মতো না। মনে হয়, তারা ভুল বুঝেই করেছে। যা-ই হোক যেটিই করেছে, তারা আমাদেরই ছেলে-মেয়ে।'

১১ জুলাই ২০২৪, বৃহস্পতিবার

বৈরি আবহাওয়াগত কারণে এবং পুলিশের বাধা পেরিয়ে বিকেল ৪:৩০ টায় শাহবাগ অবরোধ শুরু করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে শাহবাগে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যোগ দেয়, তবে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীরা পুলিশি বাধার ফলে পিছিয়ে যায়। এ দিন পুলিশের বাধার মুখেই দেশের বিভিন্ন স্থানে অবরোধ পালন করেন আন্দোলনকারীরা। এ দিন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপর পুলিশ হামলা করে। রাত ৯টায় শিক্ষার্থীরা

আন্দোলন শেষ করে তাদের উপর পুলিশি হামলার প্রতিবাদে ১২ জুলাইয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের ঘোষণা দেয়। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন, কোটাবিরোধী আন্দোলনকারীরা সর্বোচ্চ আদালতের বিরুদ্ধে শক্তি প্রদর্শন করছেন। এটি অনভিপ্রেত ও সম্পূর্ণ বেআইনি। সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেন, শিক্ষার্থীরা 'লিমিট ক্রস' করে যাচ্ছেন।

১২ জুলাই ২০২৪, শুক্রবার

কোটা সংস্কারের দাবিতে প্রশাসনের সতর্কবাণী উপেক্ষা করে শুক্রবার ছুটির দিনেও দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিছিল শেষে শিক্ষার্থীরা শাহবাগ মোড় অবরোধ করেন। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করতে থাকলে ছাত্রলীগের একদল কর্মী আক্রমণ করে। এ সময় সে অবস্থায় ভিডিও করায় কলেজের এক শিক্ষার্থীকে তুলে হলে নিয়ে বেধড়ক মারধর করে ছাত্রলীগের কর্মীরা। বিকেল ৫টার দিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেশন বাজারসংলগ্ন ঢাকা-রাজশাহী রেললাইন অবরোধ শুরু করেন আন্দোলনকারীরা। এতে সারা দেশের সঙ্গে রাজশাহীর রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কোটা সংস্কার আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলা পরিস্থিতিকে সহিংস করে তোলে। এর ছবি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

১৩ জুলাই ২০২৪, শনিবার

সব গ্রেডে কোটার যৌক্তিক সংস্কারের দাবিতে রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি দেওয়ার কর্মসূচি ঘোষণা। পরের দিন ১৪ জুলাই রোববার গণপদযাত্রা করে রাষ্ট্রপতি বরাবর এ স্মারকলিপি দেবেন আন্দোলনকারীরা। রাজশাহীতে রেলপথ অবরোধ করে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করে। ঢাকায় ঢাবির শিক্ষার্থীরা সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলন করেন, তারা অভিযোগ করেন "মামলা দিয়ে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে বাধার চেষ্টা করা হচ্ছে।"

১৪ জুলাই ২০২৪, রোববার

গণভবনে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন, 'কোটা বিষয়ে আমার কিছু করার নেই।' তিনি আরও বলেন, 'মামলার পর আদালত যে রায় দেন, এতে নির্বাহী বিভাগের কিছু করার নেই। আদালতেই সমাধান করতে হবে।' শেখ হাসিনা আরেক প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'মুক্তিযোদ্ধাদের নাতি-পুতিরা পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতি-পুতিরা চাকরি পাবে?' ২০১৮ সালের আন্দোলন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জানান, সে সময়ে তিনি বিরক্ত হয়ে কোটা বাতিল করে দিয়েছিলেন।

একই দিনে পদযাত্রা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি দিয়ে আন্দোলনকারীরা জাতীয় সংসদে জরুরি অধিবেশন ডেকে সরকারি চাকরির সব গ্রেডের কোটার যৌক্তিক সংস্কারের দাবিতে সরকারকে ২৪ ঘণ্টার সময় বেঁধে দেন।

পরে মধ্যরাতে সরকারি চাকরিতে কোটাব্যবস্থা সংস্কারের দাবিতে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে আন্দোলনকারীদের অবমাননা করা হয়েছে অভিযোগ তুলে 'তুমি কে আমি কে/ রাজাকার, রাজাকার'; 'কে বলেছে কে বলেছে/ স্বৈরাচার স্বৈরাচার'; 'চেয়েছিলাম অধিকার/ হয়ে গেলাম রাজাকার'; 'মেধা না কোটা/ মেধা মেধা' ইত্যাদি স্লোগানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা। রাত ১০টা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আবাসিক হলে এমন স্লোগানে বিক্ষোভের পর মধ্যরাতে শিক্ষার্থীরা জড়ো হয় টিএসসির রাজু ভাস্কর্যে। রাত দুটইটার কিছুক্ষণ আগে বুয়েটের কয়েক শ শিক্ষার্থী মিছিল নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আসেন। সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ৪-জি নেটওয়ার্ক বন্ধ করে দিতে অপারেটরদের নির্দেশনা দেয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরাও একই স্লোগানে বিক্ষোভ শুরু করলে রাত সাড়ে ১১টার দিকে হামলা চালায় ছাত্রলীগ। একই স্লোগানে মিছিল হয়েছে জাহাঙ্গীরনগর ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়েও।

এদিকে শিক্ষার্থীদের দেওয়া 'রাজাকার' সংক্রান্ত স্লোগানের ১ম অংশকে ধরে নিয়ে লেখক ও শিক্ষাবিদ ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। 'সাদাসিধে-ডটকম' নামে তার নিজের ওয়েবসাইটে কোটা নিয়ে একটি নিবন্ধ লিখেছেন। তবে সেটি তিনি শেষ না করে অসমাপ্ত লেখাটির ওপরে একটি ছোট্ট চিরকুট যুক্ত করে দিয়েছেন।

‘আমি লেখাটি লিখতে শুরু করেছিলাম। শেষ করার আগেই জানতে পারলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোটাবিরোধী ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের রাজাকার হিসেবে ঘোষণা দিয়ে পুরো বিশ্ববিদ্যালয় প্রকম্পিত করেছে। এই লেখাটি শেষ করার আর কোনও প্রয়োজন নেই।’

অধ্যাপক জাফর ইকবাল আরও লিখেছেন, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমার বিশ্ববিদ্যালয়, আমার প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়। তবে আমি মনে হয় আর কোনোদিন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে চাইব না। ছাত্র-ছাত্রীদের দেখলেই মনে হবে, এরাই হয়তো সেই রাজাকার।’ ‘আর যে কয়দিন বেঁচে আছি, আমি কোনো রাজাকারের মুখ দেখতে চাই না। একটাই তো জীবন। সেই জীবনে আবার কেন নূতন করে রাজাকারদের দেখতে হবে?’

১৫ জুলাই ২০২৪, সোমবার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় দুপুর ১২টা থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে শিক্ষার্থীরা রাজু ভাস্কর্যের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করতে থাকে। এই আন্দোলনকে ঘিরে শাহবাগসহ আশপাশের রাস্তায় জলকামানসহ বিপুলসংখ্যক পুলিশ অবস্থান নেয়। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা বলেন, আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্য করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেওয়া বক্তব্য অপমানজনক। এই বক্তব্য আন্দোলনরত সাধারণ শিক্ষার্থীদের ক্ষুব্ধ করেছে। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, “গত রাতে বিক্ষোভ করে আমরা সোমবার (আজ ১৫ জুলাই) ১২টার মধ্যে প্রধানমন্ত্রীকে তার বক্তব্য প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছিলাম। প্রত্যাহার না হওয়ায় আমরা রাস্তায় নেমেছি।” অন্যদিকে ভোর চারটায় এক ভিডিও বার্তায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক আসিফ মাহমুদ বলেন, শিক্ষার্থীদের জন্য যে অপমানজনক মন্তব্য করা হয়েছে, তা অবশ্যই সোমবার (আজ ১৫ জুলাই) দুপুর ১২টার মধ্যে প্রত্যাহার করতে হবে।

শিক্ষার্থীদের এ আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ হামলা চালায়। দুপুর ৩টার দিকে বিজয় একাত্তর হল, সূর্যসেন হল ও ক্যাম্পাসের বেশ কয়েকটি জায়গায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের উপর হামলা করে। এতে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আহত অবস্থায় মেডিকেলের দিকে নিয়ে যেতে দেখা যায়। এ সময় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের হাতে রড, লাঠি, হকি স্টিকসহ বিভিন্ন অস্ত্র দেখা যায়। হেলমেট পরিহিত একদল তরুণকেও আক্রমণাত্মক ভূমিকায় দেখা যায়। বিকেল সাড়ে পাঁচটার পরও শহীদুল্লাহ হলের সামনে থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনের এলাকায় আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলে। আন্দোলনকারীরা সরে যাওয়ার পর ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের রড ও লাঠি নিয়ে মিছিল করতে দেখা যায়। ছাত্রলীগের এ হামলা, মারধর ও সংঘর্ষের ঘটনায় আহত অন্তত ২৯৭ জন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নেয়।

আহত শিক্ষার্থীদের যাঁরা ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে গিয়েছে, তাদের সেখান থেকে ধাওয়া দিয়ে বের করে দেয় ছাত্রলীগের নেতা–কর্মীরা। এরপর ঢাকা মেডিকেলের সামনের সড়কে ছাত্রলীগ নেতা–কর্মীদের সঙ্গে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে লাঠিসোঁটা নিয়ে ২০-২৫ জন ছাত্রলীগ নেতা-কর্মী হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে ঢুকে পড়ে। এ সময় চিকিৎসাধীন আহতদের সঙ্গে থাকা শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করে ছাত্রলীগ। রাত ১০টার পর থেকে শিক্ষার্থীদের মুঠোফোন তল্লাশি ও মারধর করে। স্যার এ এফ রহমান হল, বিজয় একাত্তর হল, মাস্টারদা সূর্য সেন হল ও শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে এমন ঘটনা ঘটে। শিক্ষার্থীরা কোটা আন্দোলনে যুক্ত কি না, তা দেখতে শিক্ষার্থীদের মুঠোফোন তল্লাশি করা হয়। আন্দোলনে যুক্ততা পেলেই মারধর করা হয়।

এদিকে ১৫ জুলাই ২০২৪, সোমবার দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বলেন, ‘কোটাবিরোধী কতিপয় নেতা যেসব বক্তব্য দিয়েছেন, এর জবাব দেওয়ার জন্য ছাত্রলীগ প্রস্তুত। ছাত্রদের বিষয় ক্যাম্পাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। কিন্তু তারা ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ দেখিয়েছে। আমরা দেখি, কারা রাজনৈতিকভাবে প্রকাশ্যে আসে। আমরাও মোকাবিলা করতে প্রস্তুত।’ সেতুমন্ত্রী আরও বলেন, ‘সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুক্তিযোদ্ধার নাতি-পুতিরা পাবে না তো কি রাজাকারের নাতি–পুতিরা পাবে— এ কথা তিনি যথার্থই বলেছেন। ছাত্রলীগের সমাবেশে সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাদ্দাম হোসেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘তাদের জবাব দেওয়ার জন্য ছাত্রলীগ পুরোদমে প্রস্তুত রয়েছে।’

১৬ জুলাই ২০২৫, মঙ্গলবার

আজ সারা দেশে দিনভর ব্যাপক বিক্ষোভ ও সংঘর্ষ হয়। আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা করে ছাত্রলীগ, যুবলীগ, আওয়ামী লীগসহ সরকার সমর্থকেরা। এতে নিহত হয় ছয়জন। তারা হলো- রংপুরে আবু সাঈদ। ঢাকায় সবুজ আলী, মো. শাহজাহান। চট্টগ্রামে ওয়াসিম আকরাম, মো. ফারুক ও অজ্ঞাত একজন।

বিকালে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাদ্দাম হোসেন বলেন, 'আন্দোলন যাবে, আন্দোলন আসবে। কিন্তু ছাত্রলীগ থাকবে। সবকিছুই মনে রাখা হবে এবং জবাব দেওয়া হবে। একটি ঘটনাও জবাব ছাড়া যাবে না। রাজাকারদের ফাঁদে পড়ে ইস্যুভিত্তিক আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করলে ভবিষ্যতে আমরা দেখে নেব, কত ধানে কত চাল হয়।'

আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের নতুন কর্মসূচি। নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে বুধবার গায়েবানা জানাজা ও কফিন মিছিল করা হবে।

আজ সারাদিনই সারাদেশে কোটাসংস্কার আন্দোলনকারীদের উপর নানাভাবে ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও তাদের সমর্থকরা হামলা চালায়। তারই খণ্ডচিত্র নিচে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কোটাসংস্কার আন্দোলনকারীরা ছাত্রলীগের হামলার ভয়ে উপাচার্যের বাসভবনের ভেতরে আশ্রয় নেন। রাত সোয়া ২টার দিকে ছাত্রলীগের নেতা–কর্মীরা সেখানে ঢুকে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের মারধর করে। এর আগে রাত ১২টার পর আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা হয়। এতে বহিরাগতসহ ছাত্রলীগের দেড় শতাধিক নেতা–কর্মী অংশ নেন বলে অভিযোগ করেন শিক্ষার্থীরা।

নিরস্ত্র আবু সাঈদ দুই হাত দুই দিকে প্রসারিত বুক পেতে দেয়। ছবি : বিবিস বাংলা থেকে

দুপুর আড়াইটা থেকে তিনটার দিকে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সাথে পুলিশের সহিংসতার ঘটনা ঘটে। এতে পুলিশ গুলি চালালে আবু সাঈদ নামের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থী নিহত হন এবং আহত অবস্থায় আরও ১৫ জন হাসপাতালে এসেছেন। নিরস্ত্র আবু সাঈদ দুই হাত দুই দিকে প্রসারিত বুক পেতে দেয়। পুলিশ ঠাণ্ডামাথায় তাকে গুলি করে। টেলিভিশেনের সরাসরি এ দৃশ্য দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। [সূত্র: বিবিসি নিউজ বাংলা, ঢাকা, ১৭ জুলাই ২০২৪। দ্য ডেইলি স্টার বাংলা; বুধবার জুলাই ১৭, ২০২৪ ০৬:৩৬]

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাদার বখশ হলের প্রথম ও দ্বিতীয় ব্লকের শিক্ষার্থীরা রাত ১২টা ৫০ মিনিটের দিকে থালা বাজিয়ে বিভিন্ন স্লোগানের মাধ্যমে আন্দোলন করেন। এরপর রাত ১টা ১০ মিনিট থেকে ১টা ৩৫ মিনিট পর্যন্ত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা মাদার বখশ হলের প্রথম ব্লকের তৃতীয় তলায় অন্তত ছয়টি কক্ষে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং তল্লাশি চালান। তাদের বেশ কয়েকজনের হাতে লাঠিসোঁটা ছিল বলে জানা যায়। পরবর্তীতে আন্দোলনকারীদের তোপের মুখে ক্যাম্পাস ছাড়েন শাখা ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। এ সময় সভাপতির কক্ষ থেকে পিস্তল, রামদা ও বিদেশি মদ এবং সাধারণ সম্পাদকের কক্ষ থেকে ফেনসিডিল জব্দ করে বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীরা।

সকাল ১১টায় টাঙ্গাইল পৌরসভার সামনে কোটা সংস্কার আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের মিছিল শহিদ মিনারের কাছে পৌঁছালে লাঠি ও লোহার রড নিয়ে তাদের ওপর হামলা করে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। এ সময় মিছিলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলে এক শিক্ষার্থীকে লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে তারা।

চট্টগ্রামের প্রথম শহীদ ওয়াসিম আকরাম। ছবি- বাসস; ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ১৪:২৯

চট্টগ্রামের প্রথম শহীদ ওয়াসিম আকরাম। বেলা ৩টার দিকে চট্টগ্রামের মুরাদপুর এলাকায় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশ ও ছাত্রলীগের দ্বিমুখী সংঘর্ষে চট্টগ্রাম কলেজের সমাজবিজ্ঞান অনুষদে স্নাতক শিক্ষার্থী ওয়াসিম আকরাম শহীদ হন।

এদিন বিকেল ৪টার দিকে চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষে আরও দুই জন নিহত হয়েছেন। একজন ওমরগণি এম.ই.এস. কলেজের শিক্ষার্থী মো. ফারুক এবং অপরজন অজ্ঞাত পথচারী।

রাজধানীর মেরুল বাড্ডায় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার যমুনা ফিউচার পার্কের সামনে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ, গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা ভাটারা এলাকার প্রগতি সরনী ও কুড়িল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে।

দুপুর ১টায় মিরপুর ১০-এ রাস্তা বন্ধ করে বিক্ষোভরত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজিসহ মিরপুরের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থীদের লাঠিসোঁটা নিয়ে যুবলীগ, শ্রমিক লীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের একটি বিরাট দলসহ নেতা-কর্মীরা এসে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের ওপর হামলা করে।

বিকেলে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতা–কর্মীদের সংঘর্ষে রাজধানীর ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থী সবুজ আলী এবং সিটি কলেজের সামনে নিউমার্কেটের ক্ষুদ্রব্যবসায়ী মো. শাহজাহান নিহত হন।

ঢাকার মতিঝিল, ফার্মগেট, মহাখালী, পল্টন, রামপুরা, বাড্ডা, চানখারপুল, সদরঘাট, গোপীবাগসহ বিভিন্ন এলাকায় কোটা সংস্কার আন্দোলনরতরা সড়ক অবরোধ করে। তাদের সঙ্গে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের দিনভর সংঘর্ষ হয়। এতে প্রায় পুরো ঢাকা শহরে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষার্থীও রাস্তায় নেমে আসেন।

আন্দোলন ঘিরে দেশের বিভিন্ন এলাকায় সংঘর্ষের ঘটনায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠান) এবং পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোর শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধের ঘোষণা দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশ আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি ১৮ জুলাই বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠেয় সব শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা স্থগিত করে। রাতে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন সারাদেশে সকল সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে। একই সময়ে, সমস্ত অধিভুক্ত মেডিকেল, টেক্সটাইল, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অন্যান্য কলেজগুলিও ঘোষণা করে। আবাসিক হলগুলো খালি করতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয় কমিশন।

রাতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন নিহতদের স্মরণে আগামীকাল ১৭ জুলাই গায়েবানা জানাজা ও কফিন মিছিল আয়োজনের ঘোষণা দেয়।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন-এর অন্যতম সমন্বয়কারী আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘‘সারাদেশে আমরা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছি। আমাদের সমর্থনে সাধারণ শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নেমে এসেছেন। সারাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সহ অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা আমাদের সঙ্গে আছেন। আমাদের সড়ক ও রেলপথ অবরোধের কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত।''

১৭ জুলাই ২০২৪, বুধবার

এদিন গ্রামীণফোন কোম্পানিসহ সকল মোবাইল কোম্পানীকে সরকার সকল ধরনের ইন্টারনেট সেবা বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়। আন্দোলন ঘিরে সংঘর্ষে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাণহানির ঘটনার পর আন্দোলনকারী ছাত্রীদের তোপের মুখে পড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হল শাখা ছাত্রলীগের নেত্রীরা। হল শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি আতিকা বিনতে হোসাইনসহ ১০ নেত্রীকে রাত ১২টার দিকে অ্যাম্বুলেন্সে করে হল থেকে নিয়ে আসে প্রোক্টরিয়াল বডি। পরে রোকেয়া হলের অভ্যন্তরে সব ধরনের ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করা সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তিতে স্বাক্ষর করতে প্রাধ্যক্ষ নিলুফার পারভিনকে বাধ্য করে হলের সাধারণ ও আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। একই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হল, ফজলুল হক মুসলিম হল, অমর একুশে হল, মহসীন হল, জসিম উদদীন হল, বিজয় একত্তর হল, কুয়েত মৈত্রী হল, জহুরুল হক হল, শামসুননাহার হল, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল, সুফিয়া কামাল হলসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হলে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় স্ব স্ব হলের প্রাধ্যক্ষের মাধ্যমে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের বিতাড়ন করে 'রাজনীতিমুক্ত' ঘোষণা করা হয়।

সকাল ১০টায় শনির আখড়ার দনিয়া কলেজের শিক্ষার্থীসহ যাত্রাবাড়ীর স্থানীয় স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করেন।

ছুটির দিনেও ঢাকাসহ সারা দেশের বিভিন্ন এলাকায় ছাত্র বিক্ষোভ, সড়ক-মহাসড়ক অবরোধ, গায়েবানা জানাজা, কফিন মিছিল এবং দফায় দফায় সংঘর্ষ ও পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা। দুপুর ২টার দিকে রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে 'গায়েবানা জানাজা ও কফিনমিছিল' করার উদ্যোগ নিলে পুলিশি বাঁধায় হতে পারে নি। পরে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে ক্যাম্পাসে কফিন নিয়ে মিছিল শুরু করলে পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। পুলিশের কাঁদানে গ্যাস ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপের মুখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কফিন মিছিল পণ্ড হয়ে যায়। এ সময় পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের দফায় দফায় পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের হল বন্ধের ঘোষণা ও পুলিশের তৎপরতার মুখে অনেক শিক্ষার্থী সন্ধ্যা নাগাদ ক্যাম্পাস ছেড়ে যান। তবে হল বন্ধের সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করে রাতেও অনেক ছাত্রছাত্রী হল ও ক্যাম্পাসে অবস্থান করছিল।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে দুপুর ১২টার দিকে সিন্ডিকেটের সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯টি আবাসিক হলের শিক্ষার্থীদের বিকেল ৪টার মধ্যে হল ছাড়ার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। সিন্ডিকেটের এ সিদ্ধান্তে ক্ষিপ্ত হয়ে প্রশাসনিক ভবনে ইট-পাটকেল ছুড়ে বিক্ষোভ করে শিক্ষার্থীরা। ভবনের উভয় ফটকে তালা ঝুলিয়ে উপাচার্যসহ অন্য শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের অবরুদ্ধ করে। বিকেল সোয়া ৫টার দিকে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদেরদের ওপর চড়াও হয় পুলিশ। এতে শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হয়। বেশ কয়েকজনের আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাদের সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধসহ পাঁচ দফা দাবিতে শিক্ষার্থীদের ১০ জন প্রতিনিধির সঙ্গে প্রশাসনের কর্মকর্তারা আলোচনায় বসেন। আলোচনা ফলপ্রসূ না হওয়ায় শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিরা সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন। পরে আন্দোলনকারীরা প্রশাসনিক ভবনের ফটক তালা দিয়ে ঘেরাও করেন। এতে উপাচার্যসহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা ভেতরেই আটকা পড়েন।

ঢাকায় সন্ধ্যা ৭টার দিকে আন্দোলনকারীদেরকে পুলিশ আক্রমণ করে এবং পুলিশের শটগানের গুলিতে ৬ জন আহত হন। ফলে, আন্দোলনকারীরা মেয়র হানিফ উড়ালসড়কের কাজলা অংশের টোল প্লাজায় আগুন ধরিয়ে দেন। সড়কের শনির আখড়া ও কাজলার মধ্যবর্তী স্থানে অন্তত ২০টি জায়গায় মধ্যরাত পর্যন্ত আগুন জ্বলে।

রাত সাড়ে সাতটায় জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ। ছয়জন নিহত হওয়ার ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ। একই সঙ্গে তিনি আন্দোলনকারীদের সর্বোচ্চ আদালতের রায় আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধরার আহ্বান জানান।

রাত আটটার দিকে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনকারীরা ১৮ জুলাই বৃহস্পতিবার নতুন কর্মসূচি সারাদেশে কমপ্লিট শাটডাউন (সর্বাত্মক অবরোধ) ঘোষণা করা হয়।

রাত ১২টার দিকে বাসায় ফেরার পথে সিয়াম নামের এক তরুণ যাত্রাবাড়ীতে হানিফ ফ্লাইওভারে সংঘর্ষ চলাকালে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়।

কোটাবিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার দুই শিক্ষার্থীকে ঢাকার শাহবাগ থানায় আটক রাখা হয়।

আজ বুধবার দুপুর ১২টার দিকে 'নিপীড়নবিরোধী' শিক্ষকদের একটি দল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলা থেকে মৌন মিছিল নিয়ে শাহবাগ ঘুরে শাহবাগ থানার সামনে গিয়ে অবস্থান নেয়। এ সময়পুলিশের সঙ্গে শিক্ষকদের খানিক বাকবিতণ্ডা হওয়ার পর থানা থেকে তাঁদের ছাড়িয়ে আনেন।

‘নিপীড়নবিরোধী’ শিক্ষক প্রতিনিধি দলে ছিলেন-

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক আসিফ নজরুল, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সামিনা লুৎফা, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক কামরুল হাসান মামুন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক তানজিম উদ্দীন, অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক রুশাদ ফরিদী এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নাসির উদ্দীন। [সূত্র; প্রথম আলো; ১৭ জুলাই ২০২৪, ১৭:১৯। ঢাকা মেইল-নিজস্ব প্রতিবেদক; ১৭ জুলাই ২০২৪, ০২:২৭ পিএম।

রাজধানীর শাহবাগ থানায় আটক দুই শিক্ষার্থীকে ছাড়িয়ে নিয়ে যান ‘নিপীড়নবিরোধী’ শিক্ষকেরা। থানা থেকে বের হওয়ার পর একজন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। আজ বুধবার (১৭ জুলাই ২০২৪) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছবি: সাজিদ হোসেন (প্রথম আলোতে প্রকাশিত; ১৭ জুলাই ২০২৪)

ছাড়া পাওয়া দুই শিক্ষার্থী হলেন– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ২০২২- ২৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মেহেদী হাসান ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) ইংরেজি প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী শরীফুল হাসান।

গত ১৪ জুলাই শিক্ষার্থীদের দেওয়া ‘রাজাকার’ সংক্রান্ত স্লোগানের ১ম অংশকে ধরে নিয়ে যে লেভা লিখেছিলেন তা নিয়ে দেশব্যাপী নিন্দার ঝড় ওঠে। এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে অধ্যাপক আসিফ নজরুল সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, জাফল ইকবাল স্যার সম্পর্কে আমি ব্যক্তিগতভাবে কোনো কথা বলতে চাই না। আমার ধারণা উনার প্রচণ্ড বুদ্ধিসুদ্ধির অভাব আছে। হয় উনার মধ্যে প্রচণ্ড অপরাধবোধ কাজ করে যে ১৯৭১ সালে উনি কী করেছেন, এই অপরাধবোধ থাকার জন্য উনি অতিরিক্ত মুক্তিযোদ্ধা সাজার চেষ্টা করেন।”

আসিফ নজরুল আরও বলেন, অধ্যাপক জাফর ইকবালের কাছে তার একটাই প্রশ্ন- আপনি কী মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বোঝেন? আপনি কি পড়াশোনা করেছেন? আপনি কি বাহাত্তর সনে গণপরিষদ বিতর্ক পড়েছেন? জাফর ইকবালকে বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী উল্লেখ করে অধ্যাপক আসিফ নজরুল বলেন, তার তো কোনো পড়াশোনাই নাই, সে তো শিক্ষাবিদ দূরের কথা উনি বুদ্ধিপ্রতিবন্ধক একজন মানুষ।

১৮ জুলাই ২০২৪, বৃহস্পতিবার

১৭ জুলাই রাতে আন্দোলনকারীরা ১৮ জুলাইয়ের জন্য ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ কর্মসূচির ঘোষণা করে। কমপ্লিট শাটডাউনকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ঢাকাসহ সারাদেশে ২২৯ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের সর্বাত্মক অবরোধ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ঢাকাসহ সারা দেশ ছিল প্রায় অচল। রাজধানী ছাড়াও দেশের ৪৭টি জেলায় দিনভর বিক্ষোভ, অবরোধ, পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, পুলিশের হামলা-গুলি ও সংঘাতের ঘটনা ঘটে। এসব ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত দেড় হাজার। কোথাও কোথাও আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের, আবার কোথাও সরকার-সমর্থক বিভিন্ন সংগঠনের নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষ হয়। দেশব্যাপী প্রতিরোধ, সহিংসতা, সংঘর্ষ ও গুলি। মোট নিহত ২৭ জন। (নিহতের সংখ্যা ওই দিন পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবারই পরদিন হালনাগাদ করা হয়েছে।)

মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ, ছবি- যুগান্তর ২৭ জুলাই ২০২৪

আজ বিক্ষোভকারীদের হাতে পানির বোতল তুলে দেওয়ার সময় ঢাকার আজমপুরে পুলিশের গুলিতে শাহাদাৎ বরণ করেন মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ। মৃত্যুর মাত্র ১৫ মিনিট আগে ধারণ করা একটি ভিডিওতে দেখা যায় মুগ্ধ ছাত্রদের ডেকে ডেকে বলছেন, 'পানি লাগবে কারও, পানি?' পরবর্তীতে 'পানি লাগবে কারও, পানি?' কথাটা খুব ভাইরাল হয়।
[সূত্র: মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন-এর প্রতিবেদন প্রকাশ ১২ আগস্ট ২০২৪। যুগান্তর ডেস্ক; ২৭ জুলাই ২০২৪, ০৭:০৬ পিএম]

গুলিবিদ্ধ ফারহান ফাইয়াজকে হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে। ছবি- স্বদেশ প্রতিদিন, বৃহস্পতিবার, ১৮ জুলাই, ২০২৪

ধানমন্ডিতে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র ফারহান ফাইয়াজ নিহত
[সূত্র; স্টার অনলাইন রিপোর্ট; বৃহস্পতিবার জুলাই ১৮, ২০২৪, ০৫:৪১ অপরাহ্ন। সমকাল ডেস্ক; ১৮ জুলাই ২০২৪|১৭:১৪| প্রথম আলো; ১৮ জুলাই ২০২৪, ২০:১৮]

সকাল ১১টার দিকে মিরপুর ১০-এ বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজিসহ মিরপুরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের উপর আক্রমণ করে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মী এবং পুলিশ।

রামপুরা ব্রিজ থেকে মেরুল বাড্ডা এলাকায় আন্দোলনরত ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ছত্রভঙ্গ করেতে কাঁদানে গ্যাস ও সাউন্ড গ্রেনেড ছোঁড়ে পুলিশ। একই সাথে তাদেরকে আক্রমণ করে ছাত্রলীগ এবং আওয়ামী লীগ কর্মীরা।

সারা দেশে ১৪ জন শহীদের খবর পাওয়া গেছে। রাজধানীতেই কলেজ শিক্ষার্থীসহ ৯ জন এবং সাভার, মাদারীপুর, চট্টগ্রামে একজন করে ও নরসিংদীতে দুই জনসহ মোট ১৪ জন শহীদ।
ধানমণ্ডিতে ১ জন। ফারহান ফাইয়াজ। ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থী।
যাত্রাবাড়ীতে ২ জন। হাসান মেহেদি ও অজ্ঞাত। হাসান মেহেদি ঢাকা টাইমসের সাংবাদিক।
উত্তরায় ৪ জন। মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধ। (অন্যদের নাম জানা যায়নি) নর্দান ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী এবং ২ জন পথচারী।
মেরুল বাড্ডায় ১ জন। (নাম জানা যায়নি)। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে ইমপেরিয়াল কলেজের ছাত্র।

শনির আখড়ায় ১ জন। (নাম জানা যায়নি)। সংঘর্ষের সময় পুলিশের গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত।
সাভারে ১ জন। ইয়ামিন। ঢাকার মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির শিক্ষার্থী।
মাদারীপুরে ২ জন। দিপ্ত দে। মাদারীপুর সরকারি কলেজের প্রাণিবিদ্যার শিক্ষার্থী। অপরজন অজ্ঞাত।
নরসিংদীতে ২ জন। তাহমিদ তামিম ও ইমন। তাহমিদ তামিম নরসিংদী এন কে এম হোমস অ্যান্ড স্কুলের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী হৃদয় চন্দ্র তরুয়া চট্টগ্রামের আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুবরণ।

আন্দোলনের চলাকালীন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শিক্ষার্থী হৃদয় চন্দ্র তরুয়া
ছবি- বাংলাদেশ বুলেটিন; বুধবার, ৩১ জুলাই, ২০২৪

এদিন সরকারের নির্দেশে ৪জি মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধ করে ইন্টারনেটের গতি কমিয়ে দেওয়া হয়। রাত ৯টার দিকে সরকার সারাদেশে সব ধরনের ইন্টারনেট সেবা বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

কোটা আন্দোলনে নিহতদের স্মরণে দেশের প্রথম শহীদ বেদি স্থাপন করে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

এদিন দুপুরে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব দেয় সরকার। কিন্তু আন্দোলনকারীদের অন্যতম সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, 'শহীদদের রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে কোনো সংলাপ নয়।'

আসহাবুল ইয়ামিনকে গাড়ি থেকে ফেলে দেবার দৃশ্য।
ছবি: ফেসবুকে পোস্ট হওয়া ভিডিও থেকে নেওয়া (প্রথম আলোতে প্রকাশিত)

কোটা সংস্কার আন্দোলনে গত ১৮ জুলাই সাভারে মিলিটারি ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (এমআইএসটি) ছাত্র আসহাবুল ইয়ামিন প্রাণ হারান। গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরও সাঁজোয়া গাড়ির ওপরে মুমূর্ষু ইয়ামিনকে ঘুরানো হয়, পরে জীবিত অবস্থাতেই সড়ক বিভাজকের উপর দিয়ে ফেলে দেওয়া হলে সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

১৯ জুলাই, শুক্রবার

আন্দোলনে নতুন বাঁক বদল। আন্দোলনে সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ। আন্দোলনকারীদের ৯ দফা দাবি ঘোষণা। এর পর পরই আটক এবং নাটকীয়ভাবে সরকারের ছত্রছায়ায় ৮ দফা দাবি ঘোষণা।

শুরু থেকে এ আন্দোলনে ছিল শুধু শিক্ষার্থীরা। আজ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সাধারণ মানুষ আন্দোলনে যোগ দেন। তবে গতকাল রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় লোকজনকেও অংশ নিতে দেখা গেছে।

'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচিতে ঢাকায় ব্যাপক সংঘর্ষ, হামলা, ভাঙচুর, গুলি, অগ্নিসংযোগ ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। ঢাকার উত্তরা, মোহাম্মদপুর, বাড্ডা পল্টনসহ কয়েকটি এলাকায় পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সারাদিন সংঘর্ষ। মিরপুরে জুমার নামাজের পর কাজীপাড়া, শ্যাওড়াপাড়া এবং মিরপুর-১০-এ বিক্ষুব্ধ জনতা রাস্তায় বেরিয়ে আসে। সাভারে বিকাল তিনটা থেকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে হাজারো শিক্ষার্থী অবরোধ। বিকেল চারটার দিকে ঢাকার রামপুরা থানা ঘেরাও করে। বিকেল পাঁচটায় মিরপুর ১৪ নম্বরে অবস্থিত বিআরটিএ ভবনে আগুন। মেট্রোরেল স্টেশন, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের টোল প্লাজা, মিরপুর ইনডোর স্টেডিয়ামসহ বিভিন্ন সরকারি স্থাপনায় ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ।

রাজধানী ঢাকা ছিল কার্যত অচল, পরিস্থিতি থমথমে। দেশের বিভিন্ন জেলাতেও ব্যাপক বিক্ষোভ, সংঘর্ষ ও সহিংসতা হয়। এদিন রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় গুলি ও সংঘর্ষে অন্তত ৪৪ জন নিহত হন। আর সারা দেশে নিহতের সংখ্যা ছিল ৫৬ জন।

এই জানালাটি বন্ধ করতে গিয়েই মাথায় গুলি লাগে সাফকাত সামিরের (ইনসেটে)। পাশে গুলিতে আহত মশিউর রহমান।
ছবি- সংবাদ; বৃহস্পতিবার, ২৫ জুলাই ২০২৪

জানালায় দাঁড়াতেই গুলি এসে কেড়ে নিল শিশু ১১ বছরের ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থী সাফকাত সামিরকে। মিরপুরে কাফরুল থানার সামনের সড়কে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষ হয়। এ সময় পুলিশের ছোড়া কাঁদানে গ্যাসের ধোঁয়া ঢুকছিল সামিরের ঘরে। জানালা বন্ধ করতে গেলে বাইরে থেকে গুলি এসে বিদ্ধ করে শিশুটিকে। গুলিটি তার চোখ দিয়ে ঢুকে মাথার পেছন দিয়ে বেরিয়ে যায়। ঘরে ছিল তার চাচা মশিউর রহমান (১৭)। তার কাঁধেও গুলি লাগে। [সূত্র; প্রথম আলো: ২৪ জুলাই ২০২৪, ১৪:২৭। চ্যানেল 24 ডেস্ক; ১৭:৩৫, ২৪ জুলাই ২০২৪। সংবাদ; বৃহস্পতিবার, ২৫ জুলাই ২০২৪]

আন্দোলনকারীদের ৯ দফা দাবি ঘোষণা। ৯ দফা ঘোষণা করেন অন্যতম সমন্বয়ক আবদুল কাদের। আবদুল কাদের বলেন, 'আমাদের বহু সমন্বয়ককে গুম করে মিডিয়া ট্রায়ালে ব্যবহার করা হচ্ছে। দাবিগুলো আদায় না হওয়া পর্যন্ত শাটডাউন কর্মসূচি চলবে।' [সূত্র; কালের কণ্ঠ; ২০ জুলাই, ২০২৪ ০০:০০]

৯ দফা দাবি—

১. আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অবৈধ উপায়ে ব্যবহার করে ছাত্র হত্যার দায় নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরকে মন্ত্রিপরিষদ ও দল থেকে পদত্যাগ করতে হবে।

২. ঢাকাসহ যত জায়গায় ছাত্র শহীদ হয়েছে সেখানকার ডিআইজি, পুলিশ কমিশনার ও পুলিশ সুপারদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে হবে।

৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও প্রক্টরকে পদত্যাগ করতে হবে।

৪. যে সকল পুলিশ সদস্য শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করে গুলি করেছে এবং ছাত্রলীগ, যুবলীগসহ যে সকল সন্ত্রাসীরা শিক্ষার্থীদের ওপর নৃশংস হামলা চালিয়েছে এবং পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছে তাদেরকে আটক করে এবং হত্যা মামলা দায়ের করে দ্রুত সময়ের মধ্যে গ্রেপ্তার দেখাতে হবে।

৫. দেশব্যাপী যে সকল শিক্ষার্থী ও নাগরিক শহীদ ও আহত হয়েছেন তাদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।

৬. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগসহ দলীয় লেজুরবৃত্তিক ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করে ছাত্র সংসদকে কার্যকর করতে হবে। ৭. অবিলম্বে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও হলসমূহ খুলে দিতে হবে।

৮. আর যে সকল ছাত্র কোটা সংস্কার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁদের কোনো ধরনের একাডেমিক ও প্রশাসনিক হয়রানি না করার নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে।

৯. প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ছাত্র হত্যার দায় নিয়ে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে।
[সূত্র; কালের কণ্ঠ; ২০ জুলাই, ২০২৪ ০০:০০]

এ ৯ দফা ঘোষণাকালে সমন্বয়ক আবদুল কাদের বলেন, 'আমাদের বহু সমন্বয়ককে গুম করে মিডিয়া ট্রায়ালে ব্যবহার করা হচ্ছে। দাবিগুলো আদায় না হওয়া পর্যন্ত শাটডাউন কর্মসূচি চলবে।'

গভীর রাতে সারা দেশে কারফিউ জারি, সেনাবাহিনী মোতায়েন। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের কারফিউ প্রসঙ্গে বলেন "এটা অবশ্যই কারফিউ। এটা নিয়ম অনুযায়ীই হবে এবং সেটা শুট অ্যাট সাইট [দেখা মাত্রই গুলি] হবে।" [সূত্র: ইনকিলাব, ২৪ জুলাই ২০২৪, ১২:১০ এএম। আমাদেরসময়.কম; ২০ জুলাই, ২০২৪, ০৩:১০ রাত]

ইন্টারনেট সেবা সম্পূর্ণ বন্ধ। ঢাকায় অনির্দিষ্টকালের জন্য সব ধরনের সভা-সমাবেশ ও মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা। ঢাকার সাথে সারাদেশের ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখার নির্দেশ।

সকাল ১০টার দিকে মুখে কালো কাপড় বেঁধে রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা প্রতিবাদ জানান।

নরসিংদীতে দুই হাজারের মতো উত্তেজিত জনতা নরসিংদী কারাগার ভাংচুর করে আগুন লাগিয়ে দেয়। কারাগার থেকে ৮২৬ জন কয়েদীর পলায়ন। কারা অস্ত্রাগার থেকে ৮৫টি অস্ত্র, চায়নিজ রাইফেলের ৭ হাজার গুলি ও শটগানের ১ হাজার ৫০টি গুলি লুট।

সহায়তা চেয়ে ৯৯৯ নম্বরে সবচেয়ে বেশি ৪৮ হাজার ফোনকল আসে।

৮ দফা দাবি-

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক নাহিদ ইসলামকে তার এক বন্ধুর বাসা থেকে রাত ২-৩ টার দিকে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয়। গণঅধিকার পরিষেদের সভাপতি নুরুল হক নুরও আটক।

নাহিদ ইসলামকে আটক করার কাছাকাছি সময়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের তিনজন প্রতিনিধির সাথে সরকারের তিনজন প্রতিনিধির একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখান থেকে সরকারের কাছে 'আট দফা দাবি' জানানো হয়।

সরকারের ৩ প্রতিনিধি- আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এবং তথ্য প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ৩ প্রতিনিধি- সারজিস আলম ও হাসনাত আব্দুল্লাহ এবং সহ-সমন্বয়ক তানভীর আহমেদ।

মন্ত্রী ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রতিনিধির মাধ্যমে দেওয়া আট দফা দাবি-

১. যারা শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা ও হত্যা করেছে, তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হবে এবং তাদের গ্রেপ্তার ও দ্রুত সময়ের মধ্যে বিচার করতে হবে।

২. শহীদ ভাইদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা, মাসিক ভাতা ও পিতামাতার মতামতের ভিত্তিতে পরিবারের একজন সদস্যকে চাকরির নিশ্চয়তা দিতে হবে।

৩ ছাত্রলীগকে উসকে দেওয়ার জন্য এবং হামলায় নির্দেশ দেওয়ার জন্য তদন্ত সাপেক্ষে সরকারের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বিচারের আওতায় আনতে হবে।

৪. সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে প্রশাসনিকভাবে সিট বরাদ্দ দেওয়া, সন্ত্রাসী কার্যক্রম বন্ধ করা এবং ছাত্র সংসদ চালু করতে হবে।

৫. সব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অপসারণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্যে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে আবাসিক হলগুলো খুলে দিতে হবে।

৬. ছাত্রলীগ এবং যুবলীগের নেতৃত্বে যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অতর্কিত হামলা ও নৃশংসতা চালিয়েছে, তাদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনতে হবে।

৭. যে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনের নীরব ভূমিকার কারণে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা হয়েছে সেইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এবং প্রক্টরকে পদত্যাগ করতে হবে (যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়)।

৮. কোটা সংস্কার আন্দোলন কেন্দ্র করে দায়েরকৃত সব মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, আইনি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক হয়রানি না করার নিশ্চয়তা দিতে হবে।

[সূত্র: কালবেলা, ২৪ জুলাই ২০২৪, ০৫:৩৫ পিএম। যুগান্তর: ২৪ জুলাই ২০২৪, ০২:৫৯ পিএম]

২০ জুলাই, শনিবার

গতরাতে জারি করা দেশজুড়ে কারফিউ দুপুর ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত শিথিল। ২১ ও ২২ জুলাই ২ দিনের সাধারণ ছুটি ঘোষণা। তৃতীয় দিনের মতো সারা বাংলাদেশ ইন্টারনেটবিহীন।

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী, উত্তরা, বাড্ডা, মোহাম্মদপুর ও মিরপুরসহ বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ, ধাওয়া ও গুলি। সংঘর্ষে শনিবার নিহত ২৬। সব মিলিয়ে চার দিনে নিহত ১৪৮। এর মধ্যে মঙ্গলবার ৬ জন, বৃহস্পতিবার ৪১ জন, শুক্রবার ৭৫ জন এবং শনিবার ২৬ জন।

কোটা সংস্কার ইস্যুতে চলমান আন্দোলনে দেশজুড়ে সহিংসতার পর সারাদেশে কারফিউ জারি করে সেনা মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। সূত্র : বিবিসি বাংলা

গতকাল রাতে গণভবনে ১৪ দলের বৈঠকে কারফিউ জারির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রেস সচিব নাঈমুল ইসলাম খান। তিনি আরও জানান সারা দেশের যে যে জায়গায় সংঘাত সহিংসতার শঙ্কা রয়েছে সে সব জায়গায় বেসরকারি প্রশাসনকে সহায়তা করবে সেনাবাহিনী। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত কারফিউ চলবে।

গত মধ্যরাতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের তিন প্রতিনিধির সাথে সরকারের তিনজন মন্ত্রীর যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় সেই বৈঠক ও বৈঠকে উত্থাপিত দাবি নিয়ে অন্যতম সমন্বয়ক আবদুল কাদের বলেন, "কয়েকজন সমন্বয়ক ও সহ-সমন্বয়ককে দিয়ে জোরপূর্বক গণমাধ্যমে ভুল সংবাদ প্রচারের চেষ্টা করা হচ্ছে।"

২১ জুলাই ২০২৪, রোববার

সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা পুনর্বহাল-সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায় সামগ্রিকভাবে বাতিল (রদ ও রহিত) করে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায় প্রদান। কোটাপ্রথা হিসেবে মেধাভিত্তিক ৯৩ শতাংশ; মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনার সন্তানদের জন্য ৫ শতাংশ; ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ১ শতাংশ এবং প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের জন্য ১ শতাংশ নির্ধারণ

করা হলো। প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বাধীন সাত সদস্যের আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ সর্বসম্মতিতে এ রায় দেন।

সংবাদ সম্মেলন করে চারজন সমন্বয়ক চার দফা 'জরুরি দাবি' ঘোষণা করেন। এরা হলেন- সমন্বয়ক আসিফ মাহমুদ, আবদুল কাদের, আবু বাকের মজুমদার ও সহসমন্বয়ক রশিদুল ইসলাম রিফাত। চার দফা দাবি পূরণের জন্য বৈষম্যবারোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কেরা ৪৮ ঘন্টা সময় বেঁধে দিলেন।

চার দফা জরুরি দাবি হলো-

১. ইন্টারনেট সচল করা

২. কারফিউ প্রত্যাহার করা।

৩. বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলো থেকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সরিয়ে নিয়ে সরকার ও প্রশাসনের সমন্বয়ে সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করে আবাসিক হল খুলে দিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের ফিরে যাওয়ার পরিবেশ তৈরি করা।

৪. আন্দোলনের সমন্বয়কদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

[সূত্র: যুগান্তর: ২৪ জুলাই ২০২৪, ০২:৫৯ পিএম]

১৯ তারিখ তুলে নেওয়া আন্দোলনের সমন্বয়ক নাহিদকে নির্যাতন। হাসপাতালে ভর্তি।

নাহিদকে তুলে নেওয়া ও উদ্ধারের ঘটনা-

আজ সন্ধ্যায় নাহিদ ইসলাম চিকিৎসার জন্য ভর্তি হয়েছেন ঢাকার গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে। হাসপাতালে গিয়ে তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় নির্যাতনের কালসিটে দাগ দেখা যায়।

নাহিদ বিছানায় শুয়ে শুয়েই বলেন, "আমি আমার ফ্রেন্ডের বাসায় ছিলাম। রাত ২টা থেকে ৩টার দিকে সেখানে পুলিশ আসে। মানে আমাকে বলা হয়, পুলিশ বা ডিবি কেউ আসছে আমার খোঁজে।"

তখন ওই বাড়ির ছাদে চলে গিয়েছিলেন নাহিদ। সেখানে গিয়েই তাকে ধরা হয়।

নাহিদ বলেন, "কয়েকজন ছাদে এসে আমাকে জোর করে নিচে নামায়। সেখানে এসে আমি ৩-৪টা গাড়ি দেখতে পাই। সেখানে পুলিশের গাড়িও ছিল। এছাড়া প্রাইভেটকার আর মাইক্রো ছিল।"

গাড়িতে তুলেই চোখ বেঁধে হাতে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল জানিয়ে এই তরুণ বলেন, "৩০ থেকে ৩৫ মিনিটের মতো গাড়িটা চলেছিল। ওখান থেকে আমাকে একটা বাসার রুমে নেওয়া হয়। সেখানে গিয়েই কিছু জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল ওরা আন্দোলন সম্পর্কিত।"

এরপরই মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতন শুরু হয় নাহিদের ওপর।

"তারা এক পর্যায়ে আমাকে মারা শুরু করে। আমি এই পুরো ঘটনা বেশিক্ষণ নিতে পারি নাই। একপর্যায়ে সেন্সলেন্স হয়ে পড়ি। এরপর আর কোনকিছু আমার মেমোরিতে নেই। সবই আবছা।"

কী দিয়ে মারা হয়- জানতে চাইলে নাহিদ বলেন, "লোহার কিছু একটা দিয়ে মেরেছে। কখনও দাঁড় করিয়ে মারছিল, কখনও বসিয়ে। গালি গালাজ করছিল আর মারছিল।"

কারা ছিল তারা- জানতে চাইলে তিনি বলেন, "ওরা কী বলছিল, তা আমি বুঝতেও পারছিলাম না। অনেকে অনেক ধরনের কথা বলছিল। এমন একটা পরিস্থিতি ছিল, আমার মাথা কাজ করছিল না।"

কীভাবে পূর্বাচলে পৌঁছালেন- জিজ্ঞেস করলে নাহিদ বলেন, "হঠাৎ আমি বুঝতে পারি, আমাকে গাড়িতে তোলা হচ্ছে আবার। তারপর আমি ভোর ৪-৫ টার দিকে নিজেকে পূর্বাচলে একটি ব্রিজের নিচে আবিস্কার করি। আশপাশের সাইনবোর্ড দেখে আমি বুঝি এটা পূর্বাচল। কিছুক্ষণ পর আলো ফুটলে আমি একটু হেঁটে সিএনজি নিয়ে বাসায় আসি।

"এর মধ্যে আমার পরিবার থানা, ডিবি, সিআইডিতে গিয়ে আমাকে খুঁজেছে। কিন্তু তারা স্বীকার করেনি।"

দিনভার বাসায় থেকে সন্ধ্যায় ঢাকার ধানমণ্ডিস্থ গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে ভর্তি হন।

একই দিনে বিরাজমান পরিস্থিতি নিয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ৫৬ সমন্বয়কের যৌথ বিবৃতি' শিরোনামে একটি খুদে বার্তা গণমাধ্যমকর্মীদের মুঠোফোনে পাঠানো হয়। যৌথ বিবৃতিতে 'কমপ্লিট শাটডাউন' (সর্বাত্মক অবরোধ) কর্মসূচি আরও জোরদার করার আহ্বান জানানো হয়। এতে বলা হয়, শুধু আদালতের রায়ের মাধ্যমে হত্যার দায় এড়াতে পারে

না সরকার। বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয়, কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সরকার সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। 'তিন শতাধিক' ছাত্র-জনতাকে হত্যা করার অভিযোগ করা হয়েছে বিবৃতিতে।

এ ছাড়া বিবৃতিতে বলা হয়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রথম সারির কয়েকজন সমন্বয়ককে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে মনগড়া বক্তব্য আদায়ের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। সমন্বয়ক নাহিদ ইসলামের ওপর ব্যাপক নির্যাতন চালানো হয়েছে। এ ছাড়া সমন্বয়ক আসিফ মাহমুদ, আবু বাকের মজুমদারসহ কয়েকজনের সন্ধান দাবি করা হয়েছে।

এদিকে পাঁচ দিনে মৃত্যু বেড়ে হয়েছে ১৭৪। আহত কয়েকজনের মৃত্যু হওয়ায় এবং আগের মৃত্যুর সংবাদ নিশ্চিত হওয়ার কারণে নিহতের সংখ্যা বাড়ছে। এর মধ্যে মঙ্গলবার নিহত হন ৬ জন, বৃহস্পতিবার ৪১ জন, শুক্রবার ৭৫ জন, শনিবার ২৬ জন এবং রোববার ১৯ জন।

২২ জুলাই ২০২৪, সোমবার

পঞ্চম দিনের মতো সারা বাংলাদেশ ইন্টারনেট বিহীন ছিল ও তৃতীয় দিনের মতো সারাদেশে কারফিউ বলবৎ ছিল। এক নির্বাহী আদেশে সাধারণ ছুটি আরও একদিন (মঙ্গলবার, ২৩ জুলাই ২০২৪) বাড়ানো হয়।

দুপুরের দিকে প্রধানমন্ত্রীর সাথে কিছু ব্যবসায়ী বৈঠক করেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন স্থাপনায় হামলা ও সহিংসতার জন্য বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, শিবিরকে দায়ী করেন ও 'আরও শক্ত অ্যাকশন' নেওয়ার কথা জানান।[৯৩]

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম চার দফা দাবি জানিয়ে ৪৮ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দিয়ে 'কমপ্লিট শাটডাউন' কর্মসূচি স্থগিত করেন, তিনি জানান "আমাদের চার দফার মধ্যে রয়েছে - ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ইন্টারনেট চালু, ক্যাম্পাসগুলো থেকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী প্রত্যাহার করে ক্যাম্পাস চালু, সমন্বয়ক ও আন্দোলনকারীদের নিরাপত্তা প্রদান এবং কারফিউ প্রত্যাহার ... যারা নয় দফা দাবি ও শাটডাউন অব্যাহত রেখেছে তাদের সাথে আমাদের নীতিগত কোন বিরোধ নেই। নিজেদের মধ্যে কোন যোগাযোগ না থাকায় আমরা তাদের সাথে কথা বলতে পারছি না"।

কোটাপ্রথা সংস্কার করে আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী তৈরি করা প্রজ্ঞাপন অনুমোদন দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

সংঘর্ষে আরও ১৩ জন নিহতের খোঁজ পাওয়া গেছে। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন সোমবার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। নারায়ণগঞ্জে তিনজন গত শনিবার মারা যান, যাঁদের লাশ উদ্ধার করা হয় সোমবার। আর রাজধানীর স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে (মিটফোর্ড হাসপাতাল) গত শুক্রবার চারটি মরদেহ নেওয়া হয়েছিল বলে সোমবার খবর পাওয়া যায়। এর বাইরে একজন পুলিশ সদস্যের মৃত্যুর তথ্য এদিন জানা যায়। সব মিলিয়ে ছয় দিনে মোট ১৮৭ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেল। তাঁদের মধ্যে মঙ্গলবার ৬, বৃহস্পতিবার ৪১, শুক্রবার ৭৯, শনিবার ৩৬, রোববার ২০ ও সোমবার ৫ জন নিহত হয়েছেন।

২৩ জুলাই ২০২৪, মঙ্গলবার

ষষ্ঠ দিনের মতো সারা বাংলাদেশ ইন্টারনেট বিহীন ছিল। তবে রাতের দিকে ঢাকা ও চট্টগ্রামে সীমিত আকারে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট চালু করা হয়। এছাড়া চতুর্থ দিনের মতো সারাদেশে কারফিউ বলবৎ ছিল। কিছু কিছু জেলায় কারফিউ শিথিল করা হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে কারফিউর মেয়াদ আরও দুইদিন বাড়ানোর কথা জানায়।

২১ জুলাই সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রায়ের পর ২৩ জুলাই (আজ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কোটা সংক্রান্ত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করে।

মঙ্গলবার পর্যন্ত ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় সংঘর্ষে ১৯৭ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। মৃত্যুর এই হিসাব কিছু হাসপাতাল, মরদেহ নিয়ে আসা ব্যক্তি ও স্বজনদের সূত্রে পাওয়া। সব হাসপাতালের চিত্র পাওয়া যায়নি।

আজ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) ছাত্র হৃদয় চন্দ্র তরুয়া (২২)। তিনি গত বৃহস্পতিবার চট্টগ্রামে গুলিবিদ্ধ হন।

মঙ্গলবার নতুন করে খোঁজ পাওয়া যায় আরও আটটি মৃত্যুর। এর মধ্যে ঢাকার ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস অ্যান্ড হাসপাতালে পাঁচজন এবং শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দুজনের মৃত্যু হয়। সাভারে এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে খোঁজ পাওয়া গেছে নিহত আরেক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির।

এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ১৬ জুলাই (মঙ্গলবার) ৬, বৃহস্পতিবার ৪১, শুক্রবার ৮৪, শনিবার ৩৮, রোববার ২১, সোমবার ৫ এবং মঙ্গলবার দুইজনের মৃত্যু হয়। উল্লেখ্য, গত সোম ও মঙ্গলবারের মৃত্যু চিকিৎসাধীন অবস্থায় হয়েছে।

রাতে সীমিত আকারে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা চালু।

২৪ জুলাই ২০২৪, বুধবার

সীমিত পর্যায়ে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট চালু হলেও মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধ থাকে। পঞ্চম দিনের মতো সারাদেশে কারফিউ বলবৎ ছিল, তবে তা শিথিল পর্যায়ে ছিল।

১৯ জুলাই থেকে নিখোঁজ থাকার পর আজ ২৪ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক আসিফ মাহমুদ, আবু বাকের মজুমদার ও রিফাত রশীদের খোঁজ পাওয়া যায়। আসিফকে হাতিরঝিল এবং ও বাকেরকে ধানমন্ডি এলাকায় চোখ বাঁধা অবস্থায় ফেলে যাওয়া হয়েছে বলে ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে দুই জনই জানিয়েছেন। আর রিফাত আত্মগোপনে আছেন।

বিক্ষোভের সময় সেনা মোতায়েন পর জাতিসংঘের লোগো সংবলিত যান ব্যবহৃত হলে জাতিসংঘ এই নিয়ে উদ্বেগ জানায়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ এক সংবাদ সম্মেলনে জানান, 'জাতিসংঘের কোনো যান ব্যবহৃত হচ্ছে না। আমি এখানে বিষয়টি পরিষ্কার করি। এগুলো জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে ভাড়া দেওয়া হয়েছিল। লোগোটা মোছা হয়নি, ভুলে। সেই লোগোগুলো এখন মুছে দেওয়া হয়েছে।'

এদিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে মতবিনিময় সভা করেন দেশের শীর্ষস্থানীয় সাংবাদিকেরা। সভায় সাংবাদিক আবেদ খান বলেন, "তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আছেন এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রতি তাঁদের আস্থা ও বিশ্বাস থাকায় তাঁর জন্য যা প্রয়োজন তা করতে পারেন।"

এছাড়াও সাংবাদিকরা ছাত্রলীগে আরও মেধাবী শিক্ষার্থীদের যোগদানে আকৃষ্ট করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগকে শক্তিশালীকরণ এবং জনপ্রতিনিধিদের কর্মকাণ্ডের মূল্যায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। জাতীয় প্রেসক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন বলেন, "এ ঘটনায় আন্তর্জাতিক মিডিয়ার ভূমিকা পর্যবেক্ষণ করার সময় এসেছে। কারণ, তারা এখন বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের যন্ত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।"

ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় সংঘর্ষে আহত হয়ে চিকিৎসাধীন আরও চারজনের মৃত্যু হয়েছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনজন ও গত মঙ্গলবার সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একজনের মৃত্যু হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রের মৃত্যু হয়। নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২০১ হয়। শিক্ষার্থীদের মতে নিহতের সংখ্যা আরও অনেকগুণ বেশি যা ইন্টারনেট বন্ধ থাকায় জানা যায় নি। ২৪ জুলাই পর্যন্ত বিভিন্ন মামলায় পুলিশ ১,৭৫৮ জনকে গ্রেফতার করে।

২৫ জুলাই ২০২৪, বৃহস্পতিবার

আজ ২৫ জুলাই বিকেল পর্যন্ত ব্রডব্যান্ডে ধীরগতির ইন্টারনেট পাওয়া যাচ্ছে। এখনও সরকার ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বন্ধ রেখেছে। পাশাপাশি মোবাইলের মাধ্যমে ইন্টারনেট এখনও চালু করা হয় নি।

এদিন আন্দোলনকারীদের প্ল্যাটফর্ম বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে আটটি বার্তা দেওয়া হয়। এর মধ্যে রয়েছে হতাহতদের তালিকা তৈরি, হত্যা ও হামলায় জড়িতদের চিহ্নিত করা, বিশ্ববিদ্যালয় ও হল খুলে দেওয়ার চাপ তৈরি করা। এছাড়াও আপিল বিভাগের রায়ের পর কোটা সংস্কার করে সরকারের দেওয়া প্রজ্ঞাপনের বিষয়ে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা বলেন, আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী ও অন্য অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা ছাড়াই কোটা সংস্কারের যে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে, সেটিকে তাঁরা চূড়ান্ত সমাধান মনে করছেন না। তাঁরা মনে করেন, যথাযথ সংলাপের পরিবেশ তৈরি করে নীতিনির্ধারণী জায়গায় সব পক্ষের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে প্রজ্ঞাপন দিতে হবে।

এ ছাড়া কোটা সংস্কারের বিষয়ে সংসদে এখনো আইন পাস করা হয়নি। তাই কোটা সমস্যার এখনো চূড়ান্ত সমাধান হয়নি। 'বর্তমান পরিস্থিতিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক মো. নাহিদ ইসলামের বক্তব্য' শিরোনামে এক বিবৃতিতে এ কথাগুলো বলা হয়েছে। বিবৃতিটি ফেসবুকে পোস্ট করেন আন্দোলনের সমন্বয়ক আসিফ মাহমুদ, আবু বাকের মজুমদার ও সহসমন্বয়ক রিফাত রশীদ।

চিকিৎসাধীন আরও তিনজনের মৃত্যু। সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত মৃত্যু বেড়ে ২০৪ জন। ছুটির দুই দিন, শুক্র ও শনিবার কারফিউ শিথিল থাকবে ৯ ঘন্টা। অ্যামনেস্টি প্রতিবেদন দিয়ে বলেছে, প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করেছে পুলিশ।

প্রধানমন্ত্রীর মেট্রোস্টেশন পরিদর্শন। বললেন, আমি জনগনের কাছে বিচার চাইছি।

২৬ জুলাই ২০২৪, শুক্রবার

ধানমন্ডির গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতাল থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের তিন সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম, আসিফ মাহমুদ ও আবু বাকের মজুমদারকে তুলে নিয়ে যায় সাদাপোশাকের এক দল ব্যক্তি। তাঁরা নিজেদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়েছেন বলে সেখানে উপস্থিত এক সমন্বয়কের স্বজন ও হাসপাতালের চিকিৎসকেরা জানান। নাহিদ ও আসিফ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। হাসপাতালে তাদের সঙ্গে থাকছিলেন বাকের।

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) প্রধান ফটককে 'শহীদ রুদ্র তোরণ' নামকরণ করে কোটা আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনায় নিরাপত্তা রক্ষাকারী বাহিনীর সরাসরি গুলি ব্যবহারের ঘটনায় গভীরভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিবৃতি দিয়েছে জাতিসংঘ।

এলাকা ভাগ করে চলছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর 'ব্লক রেইড'। সারা দেশে অভিযান। সারা দেশে অন্তত ৫৫৫টি মামলা। গ্রেপ্তারের সংখ্যা ৬ হাজার ২৬৪। চট্টগ্রামে ৩০ শিক্ষার্থী গ্রেপ্তারের খবর পাওয়া গেছে।

ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় সংঘর্ষে আহত হয়ে চিকিৎসাধীন আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গতকাল শুক্রবার একজন ও আগের দিন বৃহস্পতিবার আরও একজন মারা গেছেন। আর মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অপরজনের মৃত্যু হয়েছে। এই তিনজন ছাড়াও মৃত্যুর এ তালিকায় নোয়াখালীর আরও দুজনের নাম অন্তর্ভুক্ত হবে। তাঁদের মৃত্যুর খবর আগে পাওয়া যায়নি। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ ও পরবর্তী সংঘাতে এ নিয়ে ২০৯ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেল।

২৭ জুলাই ২০২৪, শনিবার

আজও কারফিউ চলমান থাকে। তবে কারফিউ কিছু সময় শিথিল থাকে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ২৮শে জুলাই থেকে ৩০শে জুলাই পর্যন্ত সরকারি-বেসরকারি অফিসের সময়সূচি ছয় ঘণ্টা করার সিদ্ধান্ত জানায়। ঢাকায় কারফিউ শিথিল ১১ ঘণ্টা।

তিন সমন্বয়ককে ঢাকার গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতাল থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। ডিবির অতিরিক্ত উপকমিশনার জুনায়েদ আলম জানান, নিরাপত্তার স্বার্থে তিন সমন্বয়ককে ডিবি হেফাজতে নিয়ে আসা হয়েছে। সহিংসতার বিষয়ে তাঁদের কাছে কোনো তথ্য আছে কি না, তা জানতে চাওয়া হবে।

তিন সমন্বয়কের খোঁজে ডিবি কার্যালয়ে যান বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক থেকে ১২ সদস্যের ওই প্রতিনিধি দল। তাঁরা হলেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক গীতি আরা নাসরিন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক তানজিমউদ্দীন খান, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সামিনা লুৎফা, অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রুশাদ ফরিদী, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক কাজলী শেহরীন ইসলাম। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মির্জা তাসলিমা সুলতানা ও অধ্যাপক সাঈদ ফেরদৌস, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবদুল্লাহ হারুন চৌধুরী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অরণি সেমন্তী খান, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক সাইমুম রেজা, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশের (ইউল্যাব) শিক্ষক অলিউর সান ও ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার শিক্ষক তামারা মাকসুদ। তবে 'ব্যস্ততার কারণে' তাদের সঙ্গে দেখা করেননি ঢাকা মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার ও গোয়েন্দা শাখার প্রধান মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ।

আন্দোলন ঘিরে বিক্ষোভ, সংঘাত, ভাঙচুর, সংঘর্ষ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় সারা দেশে সাঁড়াশি অভিযান পরিচালনা করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা ভাগ করে 'ব্লক রেইড' দিয়ে অভিযান চালানো হয়।

রাত ৯টার দিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সংগঠনের আরও দুই সমন্বয়ককে হেফাজতে নেয় গোয়েন্দা শাখা। তারা হলেন সারজিস আলম ও হাসনাত আবদুল্লাহ। এ নিয়ে হেফাজতে নেওয়া সংখ্যা মোট ৫ জন হলো।

পরে এক অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে ২৮ তারিখের (রোববারের) মধ্যে সমন্বয়ক নাহিদ ইসলামসহ, আসিফ মাহমুদসহ আটক সকল শিক্ষার্থীদের মুক্তি, মামলা প্রত্যাহার ও শিক্ষার্থী গণহত্যার সাথে জড়িত মন্ত্রী পর্যায় থেকে কনস্টেবল পর্যন্ত

সকল দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আল্টিমেটাম দেয় আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীরা। একই সাথে রোববার সারা দেশের দেয়ালগুলোতে গ্রাফিতি ও দেয়াল লিখনসহ বিভিন্ন কর্মসূচির ঘোষণা দেয়া হয়।

গ্রাফিতি ও দেয়াল লিখন রাজনীতি নতুন এক কর্মসূচি।

পুলিশ হেফাজতে থাকা ডাকসুর সাবেক ভিপি ও গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের উপর পুলিশি নির্যাতনের কথা জানান নুরের স্ত্রী।

কোটা আন্দোলনে নিহতদের স্মরণে দেশের দ্বিতীয় শহীদ বেদি স্থাপন করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

২৭ তারিখেও ফেসবুক ও অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম চালু করে নি সরকার। পাশাপাশি, ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পরিষেবাও ধীর গতিতে চলে।

২৮ জুলাই ২০২৪, রোববার

ভোরে রাজধানীর মিরপুরের রূপনগর আবাসিক এলাকার এক আত্মীয়ের বাসা থেকে কোটাসংস্কার আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক নুসরাত তাবাসসুমকে হেফাজতে নিয়েছে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)।এ নিয়ে মোট ৬ জন সমন্বয়কারীকে আটক করে সরকার।

এদিকে আজ ভোর ৪টার দিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) শিক্ষার্থী ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক আরিফ সোহেলকে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) পরিচয়ে তুলে নেয়। আরিফের ছোটবোন উম্মে খায়ের ঈদি এ খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

বিকেল ৪টা থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কদের তুলে নেওয়ার প্রতিবাদে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সমাবেশ-বিক্ষোভ করে। তারা অবিলম্বে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার অন্যতম সমন্বয়ক আরিফ সোহেলকে মুক্তির দাবি জানায়।

ডিবি হেফাজতে থাকা সমন্বয়কদের কয়েকজনের পরিবার মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের কার্যালয়ে গেলেও তাদেরকে পরিবারের সাথে দেখা করতে দেয়া হয় নি। এদিন দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের কমিশনার হারুন অর রশীদ বলেন, তাদেরকে নিরাপত্তার স্বার্থে ডিবি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

ডিবির হেফাজতে থাকা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ছয়জন সমন্বয়ক এক ভিডিও বার্তায় সব কর্মসূচি প্রত্যাহারের কথা বলেছেন। ডিবি কার্যালয়ে ধারণ করা একটি ভিডিও বার্তা রাত নয়টার দিকে গণমাধ্যমে পাঠানো হয়। ভিডিও বার্তায় কোটা সংস্কার আন্দোলনের প্ল্যাটফর্ম বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক নাহিদ ইসলামকে একটি লিখিত বক্তব্য পাঠ করতে দেখা যায়।

রাতে ছয় সমন্বয়কের ওই ভিডিও বার্তা আসার কিছুক্ষণ আগে ঢাকা মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার (ডিবি) হারুন অর রশীদ ফেসবুকে একটি পোস্ট দেন। তাতে লেখা হয়, 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কেরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিলেন। তাই তাঁদের ডিবি কার্যালয়ে এনে কথা বললাম, কী কারণে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। তাঁদের কথা শুনে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিয়ে আমাদের নানা পরিকল্পনার কথা জানানোর পর তাঁদের উদ্বেগ দূর হয়েছে। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে টিম ডিবি, ডিএমপি বদ্ধপরিকর।' ওই পোস্টে সংযুক্ত পাঁচটি ছবিতে হেফাজতে থাকা সাত সমন্বয়কের সঙ্গে এক টেবিলে ডিবিপ্রধান হারুন অর রশীদকে খাবার খেতে দেখা গেছে।

ডিবি হেফাজতে থেকে ভিডিওবার্তায় কোটা সংস্কার আন্দোলনের ছয় সমন্বয়ক কর্মসূচি প্রত্যাহারের যে ঘোষণা দিয়েছেন, তা আন্দোলনকারীদের প্রকৃত অবস্থান নয় বলে জানিয়েছেন তিনজন সমন্বয়ক। পুলিশে আটক হওয়া অবস্থায় পুলিশের অফিসে বসেই বাকি সমন্বয়কারীদের সাথে যোগাযোগ না করে এমন ঘোষণা দেয়ায় এই ঘোষণাকে সরকার ও পুলিশের চাপে দেওয়া হয়েছে বলে আখ্যায়িত করেন। পৃথক বার্তায় এসব কথা বলেন এই আন্দোলনের তিন সমন্বয়ক মাহিন সরকার, আব্দুল কাদের ও আব্দুল হান্নান মাসুদ। মাহিন সরকার বলেছেন, 'অস্ত্রের মুখে ডিবি অফিসে ৬ সমন্বয়কের ভিডিও বিবৃতি নেওয়া হয়েছে। ডিবি অফিস কখনোই ছাত্রদের সংবাদ সম্মেলনের জায়গা নয়।' অন্য সমন্বয়ক আব্দুল কাদেরে বিবৃতিটি-

“ডিবি কার্যালয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কদের জিম্মি করে নির্যাতনের মুখে যে লিখিত বক্তব্য পাঠ করানো হয়েছে, তা কখনোই জাতির কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে বিবৃতি আদায় ছাত্রসমাজ মেনে নেবে না।

সমন্বয়কদের জিম্মি করে নির্যাতনের মুখে যে স্টেটমেন্ট দেয়ানো হয়েছে, তা কখনোই জাতির নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আটককৃত সমন্বয়করা ভয়ভীতির মুখে গোয়েন্দা সংস্থার লিখে দেওয়া যে বক্তব্য কেবল রিডিং পড়ে গেছে। আমরা সেই বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করছি এবং একইসাথে জোরপূর্বক বক্তব্য আদায় করার মতো সরকারের এমন জঘন্য কাজের তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই, পূর্বে উত্থাপিত ছাত্র হত্যার দায়ে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমা প্রার্থনা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগসহ ৯ দফা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলমান থাকবে। দেশবাসীর প্রতি আহ্বান, আপনারা কোনো প্রকার বিভ্রান্ত হবেন না। যে কোটার জন্য সরকার এতোগুলা মানুষকে হত্যা করেছিল, সেই হত্যার বিচার না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।”

মধ্যরাতে ‘সমন্বয়কদের কাছ থেকে জোর করে আন্দোলন প্রত্যাহারের বিবৃতি আদায়, সারা দেশে বিনা বিচারে হত্যা, গুম-খুন, মিথ্যা মামলা ও গণগ্রেপ্তারের প্রতিবাদে’ সারা দেশে বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণা করেন মুক্ত থাকা কয়েকজন সমন্বয়ক। ঢাকার আটটি স্থানে বিক্ষোভ কর্মসূচি হবে বলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানান সমন্বয়কেরা। এই স্থানগুলো হলো সায়েন্স ল্যাব, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮ নম্বর গেট, জাতীয় প্রেসক্লাব, উত্তরার বিএনএস সেন্টার, মিরপুর-১০, মিরপুরের ইসিবি চত্বর, রামপুরা ও মহাখালী।

রাত ১১টার দিকে সমন্বয়কদের জিম্মি ও নির্যাতন করে বিবৃতি দেয়ানোর প্রতিবাদে পরদিন ২৯ জুলাই আবারও রাজপথে আসার ঘোষণা দেয় দেশের প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকার বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীরা। এক্ষেত্রে, দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিবৃতি দেয়, তারা ৯ দফা দাবি বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চালিয়ে যাবে জানায়।

২৮ জুলাই পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা ছিল অন্তত ২১১। ঢাকায় আহতের সংখ্যা অন্তত ৭ হাজার। অধিকাংশ আহতই গুলিবিদ্ধ এবং বিশেষত মাথায় ও চোখে গুলিবিদ্ধ। রাত পর্যন্ত ১২ দিনে দেশের ১৮ জেলায় অন্তত ২৫৩ শিক্ষার্থী

আজ সচিবালয়ে এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেন, ডিবির হেফাজতে নেওয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কদের গ্রেপ্তার করা হয়নি। পুলিশ যদি মনে করে তাঁরা ঝুঁকিমুক্ত, তখনই তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হবে। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনকে ঘিরে সংঘাত-সংঘর্ষে এখন পর্যন্ত ১৪৭ জন মারা গেছেন বলে জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান।

কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে সহিংসতার ঘটনার একটি মামলায় গত বুধবার রাতে যাত্রাবাড়ীর বাসা থেকে আটক করা ঢাকা কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র হাসনাতুল ইসলাম ফাইয়াজকে যাত্রাবাড়ী থানার একটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে শনিবার সিএমএম আদালতে হাজির করে রিমান্ড আবেদন করে তদন্ত কর্মকর্তা। পরে তাকে সাত দিনের রিমান্ড দেয় আদালত। রোববার ঢাকার সিএমএম আদালতে মি. ফাইয়াজকে শিশু হিসেবে দাবির স্বপক্ষে বয়স প্রমাণক দাখিল করে আদালত তার রিমান্ড স্থগিত করেন। তার বয়স নির্ধারণ বিষয়ে শুনানি ও আদেশের জন্য সংশ্লিষ্ট শিশু আদালতে পাঠান। শিশু আদালত রোববার শুনানি শেষে অভিযুক্ত ফাইয়াজকে শিশু হিসেবে ঘোষণা করে তার রিমান্ড বাতিল করেন এবং তাকে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে পাঠানোর আদেশ দেন।

১০ দিন পর বেলা ৩টা থেকে চালু করা হয় মোবাইল ইন্টারনেট। তবে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, টিকটকসহ বিভিন্ন সেবা বন্ধ রাখা হয়।

২৯ জুলাই ২০২৪, সোমবার

জামায়াত-শিবির নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত ১৪ দলের বৈঠকে। ৬ সমন্বয়ক ডিবি হেফাজতে।

কোটাবিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার দুই শিক্ষার্থীকে ঢাকার শাহবাগ থানায় আটক রাখা হয়।

আজ বুধবার দুপুর ১২টার দিকে ‘নিপীড়নবিরোধী’ শিক্ষকদের একটি দল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলায়নিপীড়নবিরোধী সমাবেশ করেন। সমাবেশ থেকে মৌন মিছিল নিয়ে শাহবাগ ঘুরে শাহবাগ থানার সামনে গিয়ে

অবস্থান নেয়। এ সময় পুলিশের সঙ্গে শিক্ষকদের খানিক বাকবিতণ্ডা হওয়ার পর থানা থেকে দুই শিক্ষার্থীকে ছাড়িয়ে আনেন। 'নিপীড়নবিরোধী' শিক্ষক প্রতিনিধি দলে ছিলেন-

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক আসিফ নজরুল, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সামিনা লুৎফা, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক কামরুল হাসান মামুন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক তানজিম উদ্দীন, অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক রুশাদ ফরিদী এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নাসির উদ্দীন।

ছাড়া পাওয়া দুই শিক্ষার্থী হলেন– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ২০২২- ২৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মেহেদী হাসান ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) ইংরেজী প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী শরীফুল হাসান।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের 'কথিত আটক' ছয়জন সমন্বয়ককে অবিলম্বে মুক্তি দিতে ও দেশের বিভিন্ন স্থানে আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি না চালাতে নির্দেশনা চেয়ে করা রিটের শুনানি হয় বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি এস এম মাসুদ হোসেন দোলনের হাইকোর্ট বেঞ্চে। শুনানিতে সমন্বয়কদের খাইয়ে সেই ছবি প্রকাশ করাকে কেন্দ্র করে বেঞ্চ মন্তব্য করেন, 'জাতিকে নিয়ে মশকরা কইরেন না।' শুনানির একপর্যায়ে অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ মেহেদী হাছান চৌধুরী বলেন, 'গতকাল টিভিতে দেখেছি, এই ছয়জন (সমন্বয়ক) কাঁটাচামচ দিয়ে খাচ্ছে।' একপর্যায়ে আদালত বলেন, 'এগুলো করতে আপনাকে কে বলেছে? কেন করলেন এগুলো? জাতিকে নিয়ে মশকরা কইরেন না। যাকে নেন ধরে, একটি খাবার টেবিলে বসিয়ে দেন।'

ছবি- নিউ ইয়র্ক প্রথম আলো, ঢাকা ডেস্ক ৩০ জুলাই ২০২৪ ০৬:৫৪

রাজধানীসহ দেশের বেশ কিছু স্থানে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বাধা ও হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ ছাড়াও ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার্থীদের মিছিলে ছাত্রলীগ হামলা চালিয়েছে এবং পুলিশ লাঠিপেটা করেছে। এ সময় কিছু শিক্ষার্থীকে আটক করা হয়।

চট্টগ্রামে সাউন্ড গ্রেনেড ও কাঁদানে গ্যাসের শেল ছুড়ে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়েছে। কুমিল্লায় আন্দোলনে যোগ দিতে যাওয়ার সময় এক শিক্ষার্থী পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। জাহাঙ্গীরনগর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কর্মসূচিতে কয়েকজন শিক্ষকও যোগ দেন।

চিকিৎসাধীন আরও একজনের মৃত্যু, নিহত বেড়ে ২১১ জন।

সহিংসতায় নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে কাল মঙ্গলবার সারা দেশে শোক পালন করার সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভার বৈঠকে।

সরকার ঘোষিত মঙ্গলবারের রাষ্ট্রীয় শোক প্রত্যাখ্যান বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের। এর বদলে আজ একক বা ঐক্যবদ্ধভাবে লাল কাপড় মুখে ও চোখে বেঁধে ছবি তোলা এবং অনলাইনে প্রচার, অনলাইন প্রোফাইল লাল রং করার কর্মসূচির ঘোষণা।

জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে প্রতিটি ঘটনার তদন্ত দাবি করে বিবৃতি দিয়েছে বিক্ষুব্ধ ৭৪ বিশিষ্ট নাগরিক। বিশিষ্ট নাগরিকেরা বলেন, "এত অল্প সময়ে কোনো একটি শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে এমন বিপুলসংখ্যক হতাহতের নজির গত এক শ বছরের ইতিহাসে (মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ বাদ দিলে) এ দেশে তো বটেই, এই উপমহাদেশেও মিলবে না। এমন হত্যাকাণ্ডের নিন্দা বা ধিক্কার ও প্রতিবাদের উপযুক্ত ভাষা তাঁদের জানা নেই। এই বিপুল প্রাণহানির দায় প্রধানত সরকারের।"

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করা ৭৪ বিশিষ্ট নাগরিকেরা হলেন—

১. সুলতানা কামাল, মানবাধিকারকর্মী ২. হামিদা হোসেন, মানবাধিকারকর্মী ৩. খুশী কবির, মানবাধিকারকর্মী ৪. শাহদীন মালিক, আইনজ্ঞ ও সংবিধানবিশেষজ্ঞ ৫. রাশেদা কে চৌধূরী, মানবাধিকারকর্মী ৬. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, অর্থনীতিবিদ ৭. হোসেন জিল্লুর রহমান, অর্থনীতিবিদ ৮. আনু মুহাম্মদ, অধ্যাপক ও অর্থনীতিবিদ ৯. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, অর্থনীতিবিদ ১০. মেঘনা গুহঠাকুরতা, মানবাধিকারকর্মী ও গবেষক ১১. জেড আই খান পান্না, জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ১২. ইফতেখারুজ্জামান, মানবাধিকারকর্মী ১৩. আসিফ নজরুল, অধ্যাপক ১৪. শিরিন হক, নারী অধিকারকর্মী ১৫. সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, আইনজীবী ১৬. শামসুল হুদা, মানবাধিকার ও ভূমি অধিকারকর্মী ১৭. বদিউল আলম মজুমদার, গবেষক ও পর্যবেক্ষক ১৮. সারা হোসেন, আইনজীবী ১৯. পারভীন হাসান, অধ্যাপক ২০. গীতি আরা নাসরিন, অধ্যাপক ২১. মো. তানজিমউদ্দিন খান, অধ্যাপক ২২. সুমাইয়া খায়ের, অধ্যাপক ২৩. মুশতাক এইচ খান, অধ্যাপক ২৪. মির্জা তাসলিমা সুলতানা, অধ্যাপক ২৫. ফিরদৌস আজিম, অধ্যাপক ২৬. বীনা ডি কস্তা, অধ্যাপক ২৭. শাহনাজ হুদা, অধ্যাপক ২৮. সাঈদ ফেরদৌস, অধ্যাপক ২৯. রোবায়েত ফেরদৌস, অধ্যাপক ৩০. নোভা আহমেদ, অধ্যাপক ৩১. নাভীদা খান, অধ্যাপক, ৩২. স্বপন আদনান, শিক্ষাবিদ, ৩৩. দীনা সিদ্দিকী, শিক্ষাবিদ, ৩৪. নাসরিন খন্দকার, পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চার, ৩৫. সামিনা লুৎফা, সহযোগী অধ্যাপক, ৩৬. ফারহা তানজিন তিতিল, সহযোগী অধ্যাপক, ৩৭. মাইদুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, ৩৯. মো. সাইমুম রেজা তালুকদার, জ্যেষ্ঠ প্রভাষক, ৪০. সুব্রত চৌধুরী, জ্যেষ্ঠ আইনজীবী, ৪১. তবারক হোসেন, জ্যেষ্ঠ আইনজীবী, ৪২. শুভ্র চক্রবর্তী, মানবাধিকারকর্মী, ৪৩. শরীফ ভূঁইয়া, আইনজীবী, ৪৪. সাইদুর রহমান, আইনজীবী, ৪৫. প্রিয়া হাসান চৌধুরী, আইনজীবী, ৪৪. শারমিন খান, আইনজীবী, ৪৬. নাসের বখতিয়ার, সাবেক ব্যাংকার, ৪৭. আবু সাঈদ খান, সাংবাদিক, ৪৮. সাঈদা গুলরুখ, সাংবাদিক, ৪৯. সালিম সামাদ, সাংবাদিক ও গণমাধ্যম অধিকারকর্মী, ৫০. শারমিন মুরশিদ, মানবাধিকারকর্মী ও পর্যবেক্ষক, ৫১. ফস্টিনা পেরেইরা, মানবাধিকারকর্মী, ৫২. রুশাদ ফরিদী, মানবাধিকারকর্মী, ৫৩. রেজাউল করিম লেলিন, গবেষক ও অধিকারকর্মী, ৫৪. নুর খান, মানবাধিকারকর্মী, ৫৫. রেজাউল করিম চৌধুরী, মানবাধিকারকর্মী, ৫৬. সাদাফ নুর, গবেষক ও মানবাধিকারকর্মী, ৫৭. তাসনিম সিরাজ মাহাবুব, মানবাধিকারকর্মী, ৫৮. শহিদুল আলম, আলোকচিত্রী ও সমাজকর্মী, ৫৯. রেহেনুমা আহমেদ, লেখক ও গবেষক, ৬০. আলতাফ পারভেজ, লেখক ও গবেষক, ৬১. আহমেদ স্বপন মাহমুদ, কবি ও লেখক, ৬২. জাকির হোসেন, মানবাধিকারকর্মী, ৬৩. মাহিন সুলতানা, মানবাধিকারকর্মী, ৬৪. রোজিনা বেগম, গবেষক ও অধিকারকর্মী, ৬৫. বারিশ হাসান চৌধুরী, গবেষক, ৬৬. রেজওয়ান ইসলাম, গবেষক ও অধিকারকর্মী, ৬৭. জাহানারা খাতুন, মানবাধিকারকর্মী, ৬৮. ফজিলা বানু লিলি, অধিকারকর্মী, ৬৯. আরিফা হাফিজ, মানবাধিকারকর্মী, ৭০. ইশরাত জাহান প্রাচী, অধিকারকর্মী, ৭১. দীপায়ন খীসা, মানবাধিকারকর্মী, ৭২. হানা শামস আহমেদ, আদিবাসী অধিকারকর্মী, ৭৩. মুক্তশ্রী চাকমা, নারী অধিকারকর্মী ও ৭৪. অরূপ রাহী, সাংস্কৃতিককর্মী। [সূত্র: যুগান্তর; ২৯ জুলাই ২০২৪, ০৮:২১ পিএম]

নিহতদের বেশিরভাগই কম বয়সী ও শিক্ষার্থী। বিক্ষোভ দমনে প্রাণঘাতী অস্ত্র (বুলেট বা গুলি) ব্যবহার করা হয়েছে বলে মনে করেন নিরাপত্তা বিশ্লেষক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন। তিনি বলেন, যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া বিশ্বের কোথাও নিরস্ত্র মানুষের বিক্ষোভ দমনে এভাবে প্রাণঘাতী অস্ত্রের ব্যবহার দেখা যায় না।

রাজধানীর সায়েন্স ল্যাবরেটরি, বাড্ডা, ইসিবিসহ বেশ কয়েকটি এলাকায় আবারও বিক্ষোভ করার চেষ্টা করেছে কিছু শিক্ষার্থী। এ সময় ঘটে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনাও। বিক্ষোভের চেষ্টাকালে বিভিন্ন এলাকা থেকে অন্তত ৩০ জনকে আটক করেছে পুলিশ।

ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল, চট্টগ্রামসহ অনেক স্থানে বিক্ষোভ মিছিল করেছে শিক্ষার্থীরা। চট্টগ্রামে কোটা সংস্কার আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ কর্মসূচি সাউন্ড গ্রেনেড ও কাঁদানে গ্যাসের শেল ছুঁড়ে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে পুলিশ। বাসা থেকে তুলে নেয়ার পরবর্তী ৩০ ঘণ্টার বেশি সময় নিখোঁজ থাকার পর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ক আরিফ সোহেলকে সেতু ভবনে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় গ্রেফতার দেখিয়ে ছয় দিনের রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ। তবে এর আগে আরিফ সোহেলকে তুলে নেওয়ার বিষয়ে তা অস্বীকার করেন ঢাকা উত্তর ডিবি কার্যালয়ের ওসি রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ।

কোটা সংস্কার আন্দোলনকে বলপূর্বক নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে আন্দোলনের সমন্বয়কদের অবৈধভাবে তুলে নিয়ে গোয়েন্দা শাখার কার্যালয়ে আটকে রেখে ভিডিও বার্তার মাধ্যমে কর্মসূচি প্রত্যাহারের ঘোষণা পড়তে বাধ্য করানোর ঘটনা নিরেট মিথ্যাচার, প্রতারণামূলক ও সংবিধান পরিপন্থি উল্লেখ করে এরূপ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)।

আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি না চালাতে নির্দেশনা চেয়ে রিট। একই সঙ্গে ‘কথিত আটক’ ছয় সমন্বয়ককে অবিলম্বে মুক্তি দিতে নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে। রিটটি দায়ের করেন মানজুর-আল-মতিন ও আইনুন্নাহার সিদ্দিকা।

আজ সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে কোটা আন্দোলনকে ঘিরে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে ৩০ জুলাই মঙ্গলবার দেশব্যাপী শোক পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীরা গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এটি প্রত্যাখান করে ৩০ জুলাই লাল কাপড় মুখে ও চোখে বেঁধে ছবি তোলা এবং অনলাইনে ব্যাপক প্রচার কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেয়। এটিও ভিন্নধর্মী নতুন রাজনৈতিক কর্মসূচি।

৩০ জুলাই ২০২৪, মঙ্গলবার

কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে নিহতদের স্মরণে সরকার ঘোষিত শোক দিবসকে প্রত্যাখ্যান করে রাত থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকের প্রোফাইল লাল রঙের ফ্রেম করার ট্রেন্ড ব্যাপকভাবে চালু হয়। এ কর্মূচিতে যোগ দেন জনপ্রিয় ব্যক্তিবর্গ, সাধারণ নাগরিক ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের একটি বড় অংশ, শিক্ষক, সংস্কৃতিকর্মী, সাংবাদিক, লেখক, শিক্ষার্থীসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ। এমনকি সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল ইকবাল করিম ভূঁইয়াও তাঁর ফেসবুকের প্রোফাইল ছবি লাল করে কোটা আন্দোলনকারীদের সাথে সমর্থন জানান।

এ সময়ে জহির রায়হানের 'আরেক ফাল্গুন'-এর উপন্যাসের বিখ্যাত সংলাপ 'আসছে ফাল্গুনে আমরা দ্বিগুণ হবো।' একটু পরিমার্জিত হয়ে শিক্ষার্থীরা পোস্ট দিচ্ছে 'আসছে ফাল্গুনে আমরা বহুগুণ হবো।'

জাতিসংঘ মহাসচিবের বিবৃতি, স্বচ্ছ তদন্তের আহ্বান। 'মার্চ ফর জাস্টিস' কর্মসূচি পালন করার ঘোষণা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের। ৯ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে এ কর্মসূচি পালন করা হবে দেশের সব আদালত, ক্যাম্পাস এবং রাজপথে।

সকাল ১০টায় শিক্ষার্থীদের নিহত হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে 'মৌন অবস্থান' কর্মসূচি করতে গিয়ে পুলিশের বাধায় পড়েন একদল অভিভাবক।

সকাল সাড়ে ১১টায় নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের শিক্ষার্থীদের হত্যার বিচার এবং শিক্ষার্থীদের গ্রেফতার-হয়রানি বন্ধ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিতে ক্যাম্পাসের মূল ফটকের সামনে মানববন্ধন করেন। মানববন্ধন থেকে এসব কর্মকান্ডের প্রতি ঘৃণা ও প্রতিবাদ জানানো হয়। একই সাথে শিক্ষার্থীদের ওপর হয়রানি-নিপীড়ন বন্ধের দাবি জানান।

সকাল সাড়ে ১১টায় ৯ দফা দাবিতে খুলনায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। সেখানে প্রায় ৫০০ শিক্ষার্থী অংশ নেন। পরে তাঁরা ওই মোড়ের ৪টি সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন।

দুপুর ১২টায় পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতাল চত্বর থেকে শিক্ষার্থীরা মিছিল বের করলে সঙ্গে সঙ্গে বাধা দেয় ও ৫ জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ।

দুপুর ১২টায় ৬ সমন্বয়ককে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মুক্তি দিতে আলটিমেটাম দেয় 'বিক্ষুব্ধ নাগরিক সমাজ'।

দুপুর সাড়ে ১২টায় 'নিপীড়নের বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর' ব্যানারে মুখে লাল কাপড় বেঁধে মৌন মিছিল করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।

কোটা সংস্কার দাবির আন্দোলন ঘিরে ছড়িয়ে পড়া সহিংসতায় নিহত ব্যক্তিদের স্মরণ এবং শিক্ষার্থীদের হয়রানির ঘটনায় ও সরকার ঘোষিত রাষ্ট্রীয় শোক প্রকাশের ঘটনাকে প্রত্যাখ্যান করে মুখে লাল কাপড় বেঁধে প্রতিবাদ র‍্যালি ও সংহতি সমাবেশ করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) নিপীড়ন বিরোধী শিক্ষকবৃন্দ। ছবি-স্বদেশ প্রতিদিন; মঙ্গলবার, ৩০ জুলাই, ২০২৪

দুপুরে দেশব্যাপী ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মুখে লাল কাপড় বেঁধে র‍্যালি ও সমাবেশ করেন নিপীড়ন বিরোধী শিক্ষকবৃন্দ। এতে প্রায় ২০০ শিক্ষক অংশ নেন। [সূত্র: আরটিভি নিউজ; ৩০ জুলাই ২০২৪, ১৮:৫২। স্বদেশ প্রতিদিন; মঙ্গলবার, ৩০ জুলাই, ২০২৪, ৩:১৭ পিএম। ইত্তেফাক; ০১ আগস্ট ২০২৪, ১৬:৫০]

বিকেল ৩টায় উদীচীসহ ৩১টি সংগঠনের পদযাত্রা ও বিক্ষোভ করে। প্রতিবাদমুখর শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীরা বলেছেন, "ছাত্র ও জনসাধারণকে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করায় এই সরকার নৈতিকভাবে ক্ষমতায় থাকার অধিকার হারিয়েছে। অবিলম্বে এই হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। একই সঙ্গে এই সরকার পদত্যাগ না করা পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলেও ঘোষণা দিয়েছেন।" এরপর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে প্রবেশের মুখেই পুলিশের বাধার মুখে পড়েন শিল্পী-সংস্কৃতিকর্মীগণের মিছিল।

বিকেল সাড়ে ৪টায় চট্টগ্রামে বিক্ষোভ করতে বের হয় শিক্ষার্থীরা। তাদের উপর সাউন্ড গ্রেনেড ও কাঁদানে গ্যাসের শেল ছুড়ে ছত্রভঙ্গ করে দেয় পুলিশ।

৩১ জুলাই ২০২৪, বুধবার

হত্যা, গণগ্রেপ্তার, হামলা, মামলা ও গুমের প্রতিবাদে ৩১ জুলাই বুধবার সারাদেশে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ‘মার্চ ফর জাস্টিস’ (ন্যায়বিচারের জন্য পদযাত্রা) কর্মসূচি পালন করে। [সূত্র: একাত্তর টেলিভিষণ; ৩১ জুলাই ২০২৪, ০৯:০০ পিএম। দ্য স্টার অনলাইন রিপোর্ট; বুধবার জুলাই ৩১, ২০২৪ ০৫:০৫ অপরাহ্ন]

একই সাথে আগামীকাল ১ আগস্ট ২০২৪ বৃহস্পতিবারের জন্য নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনকারী বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একাংশ। নতুন এই দিনের কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়েছে ‘রিমেম্বারিং আওয়ার হিরোস’ অর্থাৎ 'আমাদের বীরদের স্মরণ'।

বুধবার সন্ধ্যায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সহ-সমন্বয়ক রিফাত রশিদের পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, এমন ভয়ানক অন্ধকার পরিস্থিতিতে সারাদেশে ছাত্র-জনতার ওপর গণহত্যা, গণগ্রেপ্তার, হামলা-মামলা, গুম-খুন ও শিক্ষকদের ওপর ন্যক্কারজনক হামলার প্রতিবাদে, জাতিসংঘ কর্তৃক তদন্তপূর্বক বিচারের দাবিতে এবং ছাত্র সমাজের ৯ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ‘রিমেম্বারিং আওয়ার হিরোস’ কর্মসূচি ঘোষণা করছে।’

কর্মসূচি পালনের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘নির্যাতনের ভয়ংকর দিন-রাতগুলোর স্মৃতিচারণ, শহীদ ও আহতদের নিয়ে পরিবার এবং সহপাঠীদের স্মৃতিচারণ, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হওয়া নির্যাতনের ঘটনা নিয়ে চিত্রাঙ্কন/গ্রাফিতি, দেয়াল লেখন, ফেস্টুন তৈরি, ডিজিটাল পোর্ট্রেট তৈরি প্রভৃতি।’

চট্টগ্রামে সকাল ১০টার দিক থেকে শিক্ষার্থীরা জড়ো হয়ে এক বিক্ষোভ মিছিল করে। এরপর পুলিশের বাধা ভেঙে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা আদালত চত্বরেও প্রবেশ করে।

বিকেল ৩টায় ১৩ দিন বন্ধ থাকার পর ফেসবুক ও অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম খুলে দেওয়া হয়।

বাংলাদেশের চলমান পরিস্থিতির আলোকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশের সঙ্গে একটি অংশীদারত্ব ও সহযোগিতা চুক্তি নিয়ে আলোচনা স্থগিত করে।

সাবেক ছাত্রলীগ নেতাদের তোপের মুখে পড়েন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। সাবেক ছাত্রনেতাদের মতবিনিময়ের জন্য ডেকে কথা বলতে না দেওয়ায় এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এ সময় সাবেক ছাত্রনেতাদের কেউ কেউ ‘ভুয়া ভুয়া’ বলেও স্লোগান দেন। [সূত্র; সমকাল, ৩১ জুলাই ২০২৪|২০:০৯| bdnews24.com; 31 Jul 2024, 04:52 PM]

৩২ জুলাই ২০২৪, বৃহস্পতিবার (১ আগস্ট)

১ আগস্টকে ৩২ জুলাই বলার আহ্বান জানানো হয় ছাত্রআন্দোলনের পক্ষে থেকে তাদের অফিসিয়াল ফেজবুক গ্রুপে। পরবর্তী তারিখগুলোও ৩৩, ৩৪. . . এভাবে ধারাবাহিক ব্যাবহারের আহ্বান।

গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) হেফাজতে থাকা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ছয় সমন্বয়ককে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বেলা দেড়টার একটু পরেই তাঁরা ডিবি কার্যালয় থেকে কালো রঙের একটি গাড়িতে বেরিয়ে আসেন। ছাড়া পাওয়া সমন্বয়করা হলেন- নাহিদ ইসলাম, মো. সারজিস আলম, হাসনাত আব্দুল্লাহ, মো. আবু বাকের মজুমদার, আসিফ মাহমুদ ও নুসরাত তাবাসসুম। [সূত্র: যুগান্তর প্রতিবেদন; ০১ আগস্ট ২০২৪, ০১:৫৯ পিএম। প্রথম আলো; ০১ আগস্ট ২০২৪, ১৫:২৮]

গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) 'হেফাজতে' থাকা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ৬ সমন্বয়ককে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার বেলা দেড়টার একটু পরেই তাদের ছেড়ে দেয়া হয়। ছবি- মানব জমিন ১ আগস্ট ২০২৪, বৃহস্পতিবার, ২:০২ অপরাহ্ন

সরকারের নির্বাহী আদেশে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের ১৮(১) ধারা অনুযায়ী জামায়াতে ইসলামী, ছাত্রশিবির ও তাদের অন্যান্য অঙ্গসংগঠনকে নিষিদ্ধ করা হলো। [সূত্র: প্রথম আলো; ০১ আগস্ট ২০২৪, ১৯:১৯। সম্পূর্ণ নিউজ সময়; ১৬ টা ৪৯ মিনিট, ২ আগস্ট ২০২৪। যুগান্তর প্রতিবেদন; ০২ আগস্ট ২০২৪, ০৪:১৫]

আজ দেশব্যাপী 'রিমেম্বারিং আওয়ার হিরোজ' কর্মসূচি পালন করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। 'রিমেম্বারিং আওয়ার হিরোজ' কর্মসূচির ঘোষণা এবং পালন পদ্ধতি গতকাল ৩১ জুলাই দেওয়া হয়েছিল।

দৃশ্যমাধ্যম শিল্পীসমাজ কোটা সংস্কার আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ৯ দফা দাবির সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে বিক্ষোভ ও সমাবেশ করে। [সূত্র: সম্পূর্ণ নিউজ সময়; ১৫ টা ৩৬ মিনিট, ১ আগস্ট ২০২৪। সংবাদ, বৃহস্পতিবার, ০১ আগস্ট ২০২৪]

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে ১৬ জুলাই থেকে ২১ জুলাই পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত ঘটনায় মৃত্যু, সহিংসতা, নাশকতা, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা তদন্তে হাইকোর্ট বিভাগের তিন বিচারপতির সমন্বয়ে তদন্ত কমিশন গঠন করে। [সূত্র: প্রথম আলো,০১ আগস্ট ২০২৪, ১৬:৫৪| সমকাল, ০২ আগস্ট ২০২৪, ০৩:৩৯]

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ২ আগস্ট শুক্রবার 'প্রার্থনা ও ছাত্র-জনতার গণমিছিল' কর্মসূচি ঘোষণা করে। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে, গণহত্যা ও গণগ্রেপ্তারের প্রতিবাদে এবং শিক্ষার্থীদের ৯ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে মসজিদে জুমার নামাজ শেষে দোয়া, শহীদদের কবর জিয়ারত, মন্দির, গির্জাসহ সব উপাসনালয়ে প্রার্থনার আয়োজন ও জুমার নামাজ শেষে ছাত্র-জনতার গণমিছিল। [সূত্র: প্রথম আলো, ০১ আগস্ট ২০২৪, ২৩:৫৫। ইত্তেফাক ডিজিটাল ডেস্ক, ০২ আগস্ট ২০২৪, ০৮:৫৩]

ডিবি অফিস থেকে ছাড়া পেয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক পোস্টে নিজেদের বক্তব্য দিয়েছেন সমন্বয়করা।

সমন্বয়ক আসিফ মাহমুদ লিখেছেন- বেআইনিভাবে আটক রাখা থেকে মুক্তির দাবিতে গত মঙ্গলবার রাত থেকে ৩২ ঘণ্টা আমরণ অনশনে ছিলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক আসিফ মাহমুদ, নাহিদ ইসলাম ও আবু বাকের মজুমদার। এ সময় তারা কোনো প্রকার খাবার, পানি, ও চিকিৎসা নেওয়া থেকে বিরত ছিলেন। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আন্দোলন ও সমন্বয়কদের অনশনের মুখে দুপুর ১টার দিকে ৬ সমন্বয়ককে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

সমন্বয়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ আন্দোলন চালিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দিয়ে বলেন, 'এই আন্দোলনে গ্রেপ্তার হওয়া শেষ ব্যক্তিটি মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আমরা কেউই মুক্ত নই। এই গণগ্রেপ্তার গণঘৃণার নামান্তর। আমাদের মুক্তি তখনই সম্পূর্ণ হবে, যখন এই আন্দোলনে গ্রেপ্তার হওয়া শেষ ব্যক্তিটিও মুক্তি পাবেন। এই গণগ্রেপ্তার কেবল নিরপরাধ মানুষের অধিকার হরণ নয়, বরং আমাদের সমগ্র সমাজের ওপর চাপিয়ে দেওয়া একটি নিষ্ঠুরতার প্রতিফলন। এটি মুক্তচিন্তা ও মানবাধিকারের প্রতি এক ভয়ানক আঘাত।'

সারজিদ আরও লেখেন, ৬ দিনের ডিবি হেফাজত দিয়ে ৬ জনকে আটকে রাখা যায় কিন্তু এই বাংলাদেশের পুরো তরুণ প্রজন্মকে কীভাবে আটকে রাখবেন? দুর্নীতি, লুটপাট, অর্থ পাচার, ক্ষমতার অপব্যবহার করে যে ক্ষোভ সৃষ্টি করেছেন প্রতিনিয়ত সেগুলো কীভাবে নিবৃত করবেন? পুলিশ ভাইদের উদ্দেশ্যে একটা বলি। এ দেশের মানুষের ক্ষোভ আপনাদের ওপর নয়, পুলিশের ওপর নয়। এই ক্ষোভ আপনার গায়ের ওই পোশাকটার ওপর। যে পোশাকটাকে ইউজ করে বছরের পর বছর আপনাদের দিয়ে এ দেশের অসংখ্য মানুষকে দমন-পীড়ন করা হয়েছে, অত্যাচার-নির্যাতন করা হয়েছে, জেল আর আদালতের প্রাঙ্গণে চক্কর কাটানো হয়েছে, সেই পোশাকটার ওপর। ওই পোশাকটা ছেড়ে আসুন আমাদের সাথে, বুকে টেনে নিব।

নুসরাত তাবাসসুমের ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছেন তার ফুফাতো বোন মেহের আফরোজ। নুসরাতের ফেসবুক থেকে তিনি লিখেছেন- 'নুসরাত তাবাসসুমকে ডিবি অফিস থেকে ফেরত পেয়েছি আমরা। ৩২ ঘণ্টা অনশনের ফলে শারীরিক মানসিকভাবে নুসরাত দুর্বল। সে বর্তমানে কারও সাথে যোগাযোগ করার অবস্থায় নেই। সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে নুসরাত তাবাসসুম আপনাদের সাথে যোগাযোগ করবে। সকল প্রতিবাদী কণ্ঠকে আপনাদের দোয়ায় রাখবেন।' [সূত্র: বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট, ০১ আগস্ট ২০২৪, ২৩:২১। আমাদের সময়.কম; ০১ আগস্ট, ২০২৪, ০২:১২ দুপুর]

৩৩ জুলাই ২০২৪, শুক্রবার (২ আগস্ট)

সকালে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জড়ো হয়ে কোটা আন্দোলনে হতাহতের ঘটনায় বিচার দাবি করে প্রতিবাদী সমাবেশ করে চিকিৎসক, মেডিকেল ও ডেন্টাল শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষক ও নাগরিক সমাজের ডাকা দ্রোহযাত্রায় কয়েক হাজার মানুষ যোগ দেন। দ্রোহযাত্রাটি রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাব থেকে শুরু হয়। পরে সেটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দোয়েল চত্বর ও টিএসসি হয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়। [সূত্র: ইত্তেফাক ডিজিটাল ডেস্ক; ০২ আগস্ট ২০২৪। ১৮:২৬। প্রথম আলো; ০২ আগস্ট ২০২৪, ১৭:২৫]

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে দ্রোহযাত্রায় অংশ নেওয়া ব্যক্তিরা নানা স্লোগান দিচ্ছিলেন। ছবি- ইত্তেফাক; ০২ আগস্ট ২০২৪

সকালে রাজধানীর ধানমন্ডিতে আবহানী মাঠ সংলগ্ন সড়কে হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করে অবিলম্বে সরকারের পদত্যাগসহ তিন দফা দাবিতে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে গণহত্যা ও নিপীড়নবিরোধী শিল্পীসমাজ। শিল্পীরা হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য নিয়ে দীর্ঘ ক্যানভাসে লাল রঙের প্রতিবাদী চিত্র অঙ্কন করেন। এরপর তাঁরা আস্থা-অনাস্থা নামের একটি পারফরম্যান্স আর্ট পরিবেশন করেন।

গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) হেফাজত থেকে ছাড়া পাওয়া বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ছয় সমন্বয়ক গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে বলেন যে আন্দোলন প্রত্যাহার করে ডিবি অফিস থেকে প্রচারিত ছয় সমন্বয়ককের ভিডিও স্টেটমেন্টটি তারা স্বেচ্ছায় দেননি। বিবৃতিদাতা মো. নাহিদ ইসলাম, সারজিস আলম, হাসনাত আব্দুল্লাহ, আসিফ মাহমুদ, নুসরাত তাবাসসুম ও আবু বাকের মজুমদারের ভাষ্য অনুযায়ী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশেই তাদের আটকে রাখা হয়েছিল। [সূত্র: স্টার অনলাইন রিপোর্ট; শুক্রবার, আগস্ট ২, ২০২৪ ১২:২৪ অপরাহ্ন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম; 02 Aug 2024, 01:47 PM]

রাতে গণভবনে জরুরি বৈঠকে আওয়ামী লীগ ও ১৪ দলের নেতাদের সমন্বয়ে গঠিত একটি দলকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কদের সঙ্গে আলোচনা করার নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী।

দুপুর ১২ টার পর থেকে মোবাইল নেটওয়ার্কে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক আবার বন্ধ করা হয়। একইসাথে মোবাইল নেটওয়ার্কে রাশিয়াভিত্তিক মেসেজিং অ্যাপ টেলিগ্রামও বন্ধ করা হয়। পরবর্তীতে ৫ ঘণ্টা পর ফেসবুক-মেসেঞ্জার আবার চালু করা হয়।

ঢাকার বায়তুল মোকাররম, সাইন্স ল্যাব, উত্তরা, আফতাবনগরে, চট্টগ্রাম, সিলেট, বগুড়া টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, নোয়াখালীসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় গণমিছিল ও বিক্ষোভ হয়।

সিলেটে ‘গণমিছিলে’ পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড ও শটগানের গুলি ছুড়লে অন্তত ২০ জন আহন হয়। ঢাকার উত্তরায় বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশ ও আওয়ামী লীগের নেতা–কর্মীদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়া, সাউন্ড গ্রেনেড ও কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপর ঘটনা ঘটে। সিলেটে পূর্ব ঘোষিত প্রার্থনা ও ছাত্র-জনতার গণমিছিলের অংশ হিসেবে জুমার নামাজের পর হবিগঞ্জে শহরের বোর্ড মসজিদের সামনে অবস্থান নেন শিক্ষার্থীরা। পূর্ব টাউন হল এলাকায় অবস্থান নেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। পরে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পুলিশ–ছাত্রলীগের সংঘর্ষ হয়।

খুলনায় বিক্ষোভকারীদের মিছিলে পুলিশ টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে এবং লাঠিচার্জ করে।

নরসিংদীতে শিক্ষার্থীদের গণমিছিলে ওপর ছাত্রলীগ-যুবলীগের হামলায় অন্তত ১২ জন আহত হয়।

পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে দেশের অন্তত ২৫টি জেলায় শিক্ষার্থীরা গণমিছিল করে।

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে হামলা ও হত্যার প্রতিবাদসহ পূর্বঘোষিত নয় দফা দাবিতে শনিবার (৩ আগস্ট) সারাদেশে বিক্ষোভ মিছিল ও রবিবার (৪ আগস্ট) থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়।

৩৪ জুলাই ২০২৪, শনিবার (৩ আগস্ট)

আন্দোলনকারীদের সাথে সংলাপে বসতে চান বলে গণভবনে একটি অনুষ্ঠানে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তবে সেই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছে আন্দোলনকারীরা।

“যখন আমরা ডিবি অফিসে বন্দী ছিলাম, তখনই প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করে আন্দোলন স্থগিত করতে বলা হয়। এমনকি জোর করে গণভবনে নিয়া যাওয়ার পরিকল্পনাও চলছিল। এই প্রস্তাবের প্রতিবাদে ও মুক্তির দাবিতে আমরা অনশনে বসেছিলাম।” -সমন্বয়ক আসিফ মাহমুদ।

''সরকারের কাছে বিচার চাওয়া বা সংলাপে বসারও সুযোগ আর নেই। ক্ষমা চাওয়ার সময়ও পার হয়ে গেছে।'' ''যখন সময় ছিল তখন সরকার ব্লক রেইড দিয়ে শিক্ষার্থীদের গ্রেফতার করেছে, নির্যাতন করেছে। আখতার হোসেন, আরিফ সোহেলসহ রাজবন্দীদের কারাগারে রেখে আমরা কোনো ধরনের সমঝোতায় যাবো না।'' -নাহিদ ইসলাম

রবিবার (৩ আগস্ট) থেকে ‘অনির্দিষ্টকালের জন্য সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের’ আহ্বান করেছে আন্দোলনকারীরা। পাশাপাশি দেশের সব জেলা, উপজেলা, পাড়া, মহল্লায় বিক্ষোভ ও গণঅবস্থান কর্মসূচি, আন্দোলন চলাকালে হওয়া সব হত্যার বিচার ও সব রাজবন্দীকে মুক্ত করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

পাল্টা কর্মসূচি হিসাবে রোববার রাজধানী ঢাকার সব ওয়ার্ডে এবং দেশের সব জেলা ও মহানগরীতে জমায়েত কর্মসূচি পালন করার কথা জানিয়েছে আওয়ামী লীগ।

২৭ই জুলাই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ক আরিফ সোহেলকে তুলে নেয়ার পর শনিবার রাতে জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। তাকে বনানীর সেতু ভবন হামলার মামলায় ছয় দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছিল।

বাংলাদেশে সহিংসতা ও মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্থনি ব্লিংকেনের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ২২ জন সেনেটর ও কংগ্রেসম্যান।

ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমন্বয়ক নাহিদ ইসলামের সরকার পতনের এক দফা দাবি ঘোষণা-

'যেহেতু, বর্তমান সরকারের নির্দেশে নির্বিচারে গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে, নারী-শিশু-ছাত্র-শিক্ষক-শ্রমিক কেউ এ গণহত্যা থেকে রেহাই পাননি;

যেহেতু, সরকার এ হত্যাযজ্ঞের বিচার করার পরিবর্তে নির্বিচারে ছাত্র-জনতাকে গ্রেফতার ও নির্যাতন করছে;

যেহেতু, সরকারের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রাণঘাতী আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে হত্যাযজ্ঞ সংঘটন করেছে;

যেহেতু, ছাত্র-শিক্ষক-শ্রমিক-মজুরসহ আপামর জনগণ মনে করছে এ সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ বিচার এবং তদন্ত সম্ভব নয়;

সেহেতু, আমরা বর্তমান স্বৈরাচারী সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবি ঘোষণা করছি।

একইসাথে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির নেতৃত্বে একটি গ্রহণযোগ্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক জাতীয় সরকার গঠনের দাবী জানাচ্ছি।'

ঘোষণাপত্র ছাড়াও নাহিদ ইসলাম বলেন- “আমরা জনগণকে মুক্ত করতে আবার রাস্তায় নেমে এসেছি। আমরা আজকে এক দফা দাবিতে এখানে হাজির হয়েছি। আমরা বাংলাদেশের মানুষের জীবনের নিরাপত্তা, সমাজের ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা এক দফা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি”।

এই সরকার কোনোভাবেই আর এক মিনিটও ক্ষমতায় থাকার অধিকার রাখে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, “শেখ হাসিনা বলেছে, গণভবনের দরজা খোলা আছে। আমরা সাধুবাদ জানাই যে তিনি বুঝতে পেরেছেন গণভবনের দরজা খোলা রাখতে হবে। কারণ তার যাবার সময় হয়েছে”।

“আপনি দরজা খুলে অপেক্ষা করুন। আমরা সংলাপ না, আপনাকে উৎখাত করার জন্য আসবো। শেখ হাসিনাকে পদত্যাগ করলেই হবে না। এই যে খুন-লুটপাট, দুর্নীতি এই দেশে হয়েছে, তার বিচার হতে হবে”।

“আমরা পদত্যাগ দিয়ে তাকে কোনো এক্সিট রুট দিতে চাই না। তাকে পদত্যাগও করতে হবে, বিচারের আওতায়ও আনতে হবে। শুধু শেখ হাসিনা না, মন্ত্রীপরিষদ, সরকার সবাইকে পদত্যাগ করতে হবে। এবং এই যে ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থা এটাকে বিলোপ করতে হবে”।

ইউনিসেফ এক হিসাবে বলেছে, গত কয়েকদিনের সংঘর্ষে ৩২ টি শিশু নিহত হয়েছে।

চট্টগ্রামের বহদ্দারহাটে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মীদের সাথে শনিবার সন্ধ্যার পর পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছে এবং অন্তত তিন জনের গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। নিউমার্কেট এলাকায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সমাবেশ শেষ হওয়ার পর মিছিল বের হয়। মিছিলটি নগরের টাইগারপাসসহ আরও কয়েকটি এলাকা ঘুরে মুরাদপুর হয়ে বহদ্দারহাট পৌঁছানোর পর আন্দোলনকারীরা সেখানেই অবস্থান নেয়।

কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে আটক সাধারণ শিক্ষার্থীদের মুক্তি দিতে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

[উপরের সবগুলো তথ্যের সূত্র : বিবিস নিউজ বাংলা, ৩ আগস্ট ২০২৪]

কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে নিহত শিক্ষার্থী ও জনতার প্রতি শোক ও চলমান আন্দোলনে সংহতি প্রকাশ করতে আজ শনিবার বেলা তিনটায় রবীন্দ্রসরোবরে ছিল সংগীতশিল্পীদের প্রতিবাদী সমাবেশ। [সূত্র: প্রথম আলো; ০৩ আগস্ট ২০২৪, ২২: ১৯]

৩৫ জুলাই ২০২৪, রবিবার (৪ আগস্ট)

সরকার পতনের এক দফা দাবিতে আজ রবিবার (৪ আগস্ট) সারা দেশে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। এদিন বেলা ১১টার দিকে শাহবাগ এলাকায় বিক্ষোভকারীরা জড়ো হন। এখানে আন্দোলনকারী ও ছাত্রলীগ-যুবলীগ কর্মীদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) হাসপাতালের ভেতর বিভিন্ন স্থানে ভাঙচুর ও যানবাহনে আগুন দেওয়া হয়। [সূত্র: বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট; ০৪ আগস্ট ২০২৪, ১২:৫৬]

রিকশার পাদানিতে ঝুলছিল গুলিবিদ্ধ নাফিজের নিথর দেহ। ছবি: জীবন আহমেদ- দৈনিক মানবজমিন

বনানী বিদ্যা নিকেতনের শিক্ষার্থী গোলাম নাফিজ আজ রাজধানীর ফার্মগেটে আন্দোলনে অংশ গুলিবিদ্ধ হলে চার হাত–পা ধরে পুলিশ যখন রিকশার পাদানিতে তুলে দেয়। তখনো সে রিকশার লোহার রডটা হাত দিয়ে ধরে রেখেছিল। হাসপাতালে নিতে নিতে শাহাদাৎ বরণ করে। রিকশার পাদানির ছবিটি ভাইরাল হয়।

আজ ৪ আগস্ট রবিবার বিকালবেলা গণমাধ্যমে সমন্বয়ক আসিফ মাহমুদ এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন। আগামীকাল সোমবার (৫ আগস্ট) সারা দেশে শহীদদের স্মরণে শহীদ স্মৃতিফলক উন্মোচন করার কথা জানানো হয়েছিল। এ ছাড়া শাহবাগে বেলা ১১টায় শ্রমিক সমাবেশ এবং বিকাল ৫টায় নারী সমাবেশ। পরের দিন মঙ্গলবার (৬ আগস্ট) লং মার্চ টু ঢাকা। এদিন সারা দেশের ছাত্র-নাগরিক-শ্রমিকদের ঢাকায় আসার আহ্বান জানানো হয়। [সূত্র: বাংলা ট্রিবিউন; ০৪ আগস্ট ২০২৪, ১৮:০৪। প্রথম আলো, ০৪ আগস্ট ২০২৪]

রোববার দুপুর পৌনে ২টায় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম। [সূত্র:একাত্তর টেলিভিশন ডেক্স; ০৪ আগস্ট ২০২৪, ০৪:২১]

জরুরি সিদ্ধান্তে 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচি এগিয়ে আনা হয়েছে। পরিস্থিতি বিবেচনা করে জরুরি সিদ্ধান্তে বিকালেই সমন্বয়ক আসিফ মাহমুদ ফেসবুক পোস্টে জানান, 'মার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচি ৬ আগস্ট থেকে পরিবর্তন করে ৫ আগস্ট করা হলো। অর্থাৎ আগামীকালই সারাদেশের ছাত্র-জনতাকে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার আহ্বান জানাচ্ছি। [সূত্র: দৈনিক যুগান্তর; ০৪ আগস্ট ২০২৪, ০৫:৪৩ পিএম। বাংলাদেশ প্রতিদিন; ১৭:৫৩, রবিবার, ০৪ আগস্ট, ২০২৪]

সাত দিনের মাথায় রোববার দুপুর ১২টার পর আবার ফোর-জি নেটওয়ার্ক বন্ধ করা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ফোর-জি নেটওয়ার্ক বন্ধ থাকবে। [সূত্র: প্রথম আলো; ০৪ আগস্ট ২০২৪, ১৩: ৫৬]

দুপুর দেড়টার দিকে সরকারের পক্ষ থেকে দেশের ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ থেকে মেটা প্ল্যাটফর্ম বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে এই প্ল্যাটফর্মের ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপসহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বন্ধ থাকবে। [সূত্র: স্টার অনলাইন রিপোর্ট; রোববার আগস্ট ৪, ২০২৪ ০১:৫৫ অপরাহ্ন]

আজ রোববার এই কর্মসূচির প্রথম দিনে সরকার-সমর্থক নেতা-কর্মী ও পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষে রাজধানী ঢাকাসহ ২০টি জেলা-মহানগরে ৯৮ জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুর থানায় সন্ত্রাসী হামলায় পুলিশের ১৩ সদস্য এবং কুমিল্লার ইলিয়টগঞ্জে পৃথক হামলায় হাইওয়ে থানার এক পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছেন।

আজ রোববার রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় অন্তত ২৩ সাংবাদিক আহত হন। খবরপত্র–এর রায়গঞ্জ প্রতিনিধি প্রদীপ কুমারকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়ার পর মৃত্যুবরণ করেন। [সূত্র: প্রথম আলো; ০৪ আগস্ট ২০২৪, ২২:৩৯]

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ডাকা অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম দিন চট্টগ্রাম নগরীর অবস্থা। বিক্ষোভকারী, পুলিশ ও সরকার সমর্থকদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে-

সকাল ১১টায় সংঘর্ষে রণক্ষেত্র ছিল নিউমার্কেট ও এর আশেপাশের এলাকা। বিকেলের দিকে নগরীর আগ্রাবাদ ও সন্ধ্যায় বহদ্দারহাট এলাকা। ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের হাতে বন্দুক, পিস্তলসহ নানা অগ্নেয়াস্ত্র দেখা যায়। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তিনপুলের মাথায় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সরকারদলীয় লোকজনের দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। দুপুর ১টা থেকে ২টা পর্যন্ত প্রায় এক ঘণ্টা ধরে গোলাম রসূল মার্কেটের সামনে সংঘর্ষে প্রচন্ড গুলি ও ককটেল বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। বিকেল ৫টা পর্যন্ত নগরীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, এনায়েত বাজার, রিয়াজুদ্দিন বাজার, তিনপুলের মাথা, বিআরটিসি ফলমন্ডি এলাকা অর্থাৎ নিউ মার্কেটের আশেপাশের এলাকাজুড়ে পুলিশ-আন্দোলনকারী ও সরকার দলীয় লোকজনের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। [সূত্র: স্টার অনলাইন রিপোর্ট; রোববার আগস্ট ৪, ২০২৪; ১১:৫৬ অপরাহ্ন]

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন জারি-

আগামীকাল সোমবার থেকে আবারও তিন দিনের (৫, ৬ ও ৭ আগস্ট) সাধারণ ছুটি ঘোষণা। আজ রোববার সন্ধ্যা ছয়টা থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত কারফিউ বলবৎ করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত ঢাকাসহ সব বিভাগীয় সদর, সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, শিল্পাঞ্চল, জেলা ও উপজেলা সদরের জন্য কার্যকর হবে। [সূত্র: প্রথম আলো; ০৪ আগস্ট ২০২৪, ১৮: ০০]

৩৬ জুলাই ২০২৪, সোমবার (৫ আগস্ট)

স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ক্ষমতা ছেড়ে দেশত্যাগ করলেন শেখ হাসিনা।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সরকারের পদত্যাগের এক দফা দাবির মুখে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন শেখ হাসিনা। পদত্যাগ করে বেলা আড়াইটার দিকে থেকে একটি সামরিক হেলিকপ্টার শেখ হাসিনাকে নিয়ে যাত্রা করে। তাঁর সঙ্গে ছোট বোন শেখ রেহানা ছিলেন। হেলিকপ্টারটি ভারতের উদ্দেশ্যে ছেড়ে গেছে বলে জানা গেছে। [সূত্র: প্রথম আলো; ০৫ আগস্ট ২০২৪, ১৬: ৩৫]

হেলিকপ্টারে রেসকিউ অভিযান : শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানাকে নিয়ে পালানোর ঘটনা রেসকিউ মিশন হিসেবে পরিচালিত হয়। একটি চৌকষ স্পেশাল ফ্লাইং ইউনিট (এসএফইউ) এই উদ্ধার অভিযান চালায়। হেলিকপ্টারের (MI-17) কলসাইন হচ্ছে লিওপার্ড ৮০৩ (LeoPard-803)। এই হেলিকপ্টারটি বিমানবাহিনীর ৩১ নম্বর স্কোয়াড্রনের অংশ। [সূত্র: আমাদেরসময়.কম;২৯ ডিসেম্বর, ২০২৪, ০৫:৩২ বিকাল]

গণভবন থেকে একটি সামরিক হেলিকপ্টারে বোন শেখ রেহানাকে সঙ্গে নিয়ে দেশ ছাড়েন শেখ হাসিনা।
ছবি: সংগৃহীত (মাধ্যম- দৈনিক করতোয়া) ০৫ আগস্ট, ২০২৪, ০৩:১২ দুপুর

পদত্যাগের ঘোষণা আসার পরপর হাজার হাজার মানুষ গণভবন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও পার্লামেন্ট ভবনে ঢুকে পড়ে। সেখানে ভাঙ্গচুর করার ও অনেক জিনিসপত্র লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে।

জাতির উদ্দেশে দেওয়া এক ভাষণে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান।

সোমবার রাতে জাতির উদ্দেশ্যে একটি ভাষণে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন বলেছেন, অনতিবিলম্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হবে এবং পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেওয়া হবে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দ্রুত নির্বাচনের আয়োজন করবে।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, তারা আগামী চব্বিশ ঘণ্টার একটি অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকারের প্রস্তাব করবেন এবং তাদের সমর্থিত বা প্রস্তাবিত ছাড়া কোনো সরকার তারা সমর্থন করবেন না।

বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, শেখ হাসিনা ও তার ছোট বোন শেখ রেহানা গণভবন থেকে নিরাপদ স্থানে চলে গেছেন।

বাংলাদেশের পদচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয় বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের নিউজ আওয়ার অনুষ্ঠানকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "তার বয়স সত্তরের ঘরে, তার এত পরিশ্রমের পর একটি ছোট্ট অংশ তার বিরুদ্ধে এমন বিক্ষোভ করলো ...তিনি এতে 'খুবই হতাশ' হয়েছেন।" [বিবিসির ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ; Monday, August 5, 2024 at 8:22 PM]

ঢাকায় আওয়ামী লীগের একাধিক কার্যালয়ে ভাঙচুর চালিয়ে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া পুলিশ সদর দপ্তরসহ অনেক থানায় হামলা ও সংঘর্ষের ঘটনা জানা যাচ্ছে। বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের বাড়িঘর, স্থাপনা ও গাড়িতে হামলার তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। [উপরের তথ্যগুলোর সূত্র : বিবিস নিউজ বাংলা, ৫ আগস্ট ২০২৪]

এদিকে সব রাজনৈতিক দলের নেতাদের আমন্ত্রণ জানান সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। গণমাধ্যমে আমন্ত্রণের প্রথম নামটি বলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমানের নাম। ঢাকা সোনিবাসে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনার পর বিকেল চারটায় জনগণের উদ্দেশে ভাষণ দেন সেনাপ্রধান।

বিকালে আন্তবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান শিগগির সব শিক্ষার্থী-শিক্ষক প্রতিনিধির সঙ্গে সরাসরি আলোচনায় বসবেন। এর আগে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে সেনাপ্রধান বলেন, সমস্ত রাজনৈতিক দলের ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। তারা এসেছিলেন। আমরা সুন্দর আলোচনা করেছি। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে একটা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করব এবং এই সরকারের মাধ্যমে দেশের সব কার্যকলাপ চলবে। আমরা এখন মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে যাব। তার কাছে গিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বিষয়ে আলোচনা করে দেশ পরিচালনা করব। জাতির উদ্দেশে ভাষণের আগে সেনাপ্রধানের বিভিন্ন দলের নেতাদের সাথে বৈঠক করেন। এই বৈঠকে কারা ছিলেন, এই প্রশ্নে সেনাপ্রধান বলেন, জামায়াত, বিএনপি ও জাতীয় পার্টির শীর্ষ নেতারা উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক আসিফ নজরুল, কওমি মাদ্রাসাকেন্দ্রিক রাজনৈতিক দল

খেলাফতে মজলিসের নেতা মাওলানা মামুনুল হক, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকির নাম উল্লেখ করেন। তবে বিভিন্ন নেতারা জানিয়েছেন, ওই বৈঠকে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান, জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর) চেয়ারম্যান মোস্তফা জামাল হায়দার, ভাসানী অনুসারী পরিষদের শেখ রফিকুল ইসলাম বাবলুও অংশ নেন। ওই বৈঠকের জাতীয় পার্টির পক্ষে ছিলেন দলের কো-চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ও মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু। [সূত্র: বাংলাদেশ প্রতিদিন; ৫ আগস্ট ২০২৪]

বঙ্গভবনে তিন বাহিনীর প্রধানদের উপস্থিতিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। রাষ্ট্রপতির কার্যলয়ের জন বিভাগের উপপ্রেস সচিব মুহা. শিপলু জামান স্বাক্ষরিত এক প্রেস রিলিজে এ কথা জানানো হয়। নিচে পুরো প্রেস রিলিজ তুলে দেওয়া হলো-

রাষ্ট্রপতির কার্যালয়
প্রেস উইং
বঙ্গভবন, ঢাকা।
রাষ্ট্রপতি
পিএবিএক্স: ৯৫৬৮০৪১-৫০, ফ্যাক্স: ৯৫৬৬২৪২
ই-মেইলঃ info@bangabhaban.gov.bd
ওয়েব সাইট: www.hangabhaban.gov.bd
প্রেস রিলিজ

নং ১৪ তারিখ ৫ আগস্ট ২০২৪

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিনের সভাপতিত্বে আজ (০৫ আগস্ট, ২০২৪) বঙ্গভবনে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের লক্ষ্যে সেনাপ্রধান, নৌপ্রধান ও বিমান বাহিনীর প্রধান এবং দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় কোটা বিরোধী আন্দোলনে নিহতদের স্মরণে শোক প্রস্তাব গ্রহীত হয় এবং তাদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করা হয়।

সভায় অনতিবিলম্বে একটি 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার' গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। সভায় দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণে সকলকে ধৈর্য ও সহনশীল আচরণ করার আহ্বান জানানো হয় এবং সেনাবাহিনীকে লুটতরাজ ও হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াকে অনতিবিলম্বে মুক্তির সিদ্ধান্ত হয়।

এছাড়া বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে এবং সম্প্রতি বিভিন্ন মামলায় আটককৃত সকল বন্দীকে মুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি যেন কোনভাবেই বিনষ্ট না হয় সে ব্যাপারেও সভায় ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রতিনিধিদলে ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবদী দল (বিএনপি)'র মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও মির্জা আব্বাস, জাতীয় পার্টির জি এম কাদের, মজিবুল হক চুন্নু ও আনিসুল ইসলাম, নাগরিক ঐক্যের মাহমুদুর রহমান মান্না, হেফাজত ইসলামের মামুনুল হক, মুফতি মনির কাসেমী ও মাহাবুবুর রহমান, জামায়াতে ইসলামের ড. শফিকুর রহমান ও শেখ মোঃ মাসুদ, মেজর জেনারেল ফজলে রাব্বি (অবঃ), জাকের পার্টির শামিম হায়দার, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মাওলানা জালাল উদ্দীন আহমদ, গণসংহতি আন্দোলনের জুনায়েদ সাকী, জাকের পার্টির শামিম হায়দার, গণ-অধিকার পরিষদের অ্যাডভোকেট গোলাম সারওয়ার জুয়েল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আসিফ নজরুল, ফিরোজ আহমদ এবং বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক আব্দুল্লাহ আল হোসাইন, আরিফ তালুকদার, ওমর ফারুক ও মোবাশ্বেরা করিম মিমি এবং ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আনিছুর রহমান।

(স্বাক্ষর)
মুহা, শিপলু জামান
জন বিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়
বঙ্গভবন, ঢাকা
[সূত্র : বাসস: ০৫ আগস্ট ২০২৪, ২২:৪৮। ইত্তেফাক ডিজিটাল ডেস্ক; ০৫ আগস্ট ২০২৪, ২২:৪৫। নয়াদিগন্ত; ০৫ আগস্ট ২০২৪, ১৯:৩৭]

রাষ্ট্রপতির কার্যালয়
প্রেস উইং

বঙ্গভবন, ঢাকা।
পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৮০৪১-৫০, ফ্যাক্স ঃ ৯৫৬৬২৪২
ই-মেইল ঃ info@bangabhaban.gov.bd ওয়েব সাইট ঃ www.bangabhaban.gov.bd

প্রেস রিলিজ

নং ..১৪......................   তারিখ ০৫ আগস্ট ২০২৪

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিনের সভাপতিত্বে আজ (০৫ আগস্ট, ২০২৪) বঙ্গভবনে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের লক্ষ্যে সেনাপ্রধান, নৌপ্রধান ও বিমান বাহিনীর প্রধান এবং দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় কোটা বিরোধী আন্দোলনে নিহতদের স্মরণে শোক প্রস্তাব গ্রহীত হয় এবং তাদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করা হয়।

সভায় অনতিবিলম্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। সভায় দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণে সকলকে ধৈর্য ও সহনশীল আচরণ করার আহ্বান জানানো হয় এবং সেনাবাহিনীকে লুটতরাজ ও হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াকে অনতিবিলম্বে মুক্তির সিদ্ধান্ত হয়।

এছাড়া বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে এবং সম্প্রতি বিভিন্ন মামলায় আটককৃত সকল বন্দীকে মুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি যেন কোনভাবেই বিনষ্ট না হয় সে ব্যাপারেও সভায় ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রতিনিধিদলে ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)'র মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও মির্জা আব্বাস, জাতীয় পার্টির জি এম কাদের, মজিবুল হক চুন্নু ও আনিসুল ইসলাম, নাগরিক ঐক্যের মাহমুদুর রহমান মান্না, হেফাজত ইসলামের মামুনুল হক, মুফতি মনির কাসেমী ও মাহবুবুর রহমান, জামায়াতে ইসলামের ড. শফিকুর রহমান ও শেখ মোঃ মাসুদ, মেজর জেনারেল ফজলে রাব্বি (অবঃ), জাকের পার্টির শামিম হায়দার, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মাওলানা জালাল উদ্দীন আহমদ, গণসংহতি আন্দোলনের জুনায়েদ সাকী, জাকের পার্টির শামিম হায়দার, গণ-অধিকার পরিষদের অ্যাডভোকেট গোলাম সারওয়ার জুয়েল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আসিফ নজরুল, ফিরোজ আহমদ এবং বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক আব্দুল্লাহ আল হোসাইন, আরিফ তালুকদার, ওমর ফারুক ও মোবাশ্বেরা করিম মিমি এবং ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আনিছুর রহমান।

০৫/০৮/২০২৪
মুহা. শিপলু জামান
উপপ্রেস সচিব
প্রেস উইং, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়
বঙ্গভবন, ঢাকা

প্রেস সচিব	: [illegible] (দ)	[illegible] (বা)	ই-মেইল : [illegible]
উপ-প্রেস সচিব	: [illegible] (দ)	[illegible] (বা)	ই-মেইল : dpsbangabhaban@gmail.com
সহকারী প্রেস সচিব	: [illegible] (দ)	[illegible] (বা)	ই-মেইল : apsbangabhaban@gmail.com
ফটোগ্রাফার	: [illegible] (দ)	[illegible] (বা)	ই-মেইল : photographerbb@gmail.com

[প্রেসরিলিজ কপি : ইত্তেফাক ডিজিটাল ডেস্ক; ০৫ আগস্ট ২০২৪, ২২:৪৫ থেকে সংগৃহিত।

অবশেষে তারুণ্যের বিজয়

আলহামদুলিল্লাহ।

তারণ্যের এ আন্দোলনে ফ্যাসিস্ট আর স্বৈরাচার পালানোর মাধ্যমে নতুন এক বাংলাদেশের সূর্যোদয় হলো।

যে বৈষম্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করা হলো, সে দেশই স্বাধীনতার পরপরই বৈষম্যের অক্টোপাশে জড়িয়ে গেল। এরই মধ্যে প্রজন্মের পর প্রজন্ম এগিয়ে চলে জাতি গঠনে। কিন্তু বৈষম্য আর দুর্নীতি মাসতুতো ভাই হয়ে কুঁড়ে কুঁড়ে খেতে থাকে জাতিকে। যে-ই রাষ্ট্র পরিচালনায় এসেছেন; সে-ই একই পথ অবলম্বন করেনছে। প্রবাদের মতোই বলতে হয়, যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাবণ।

সভত্যায় প্রজন্ম এগিয়ে চলে। এখন জেন-জি প্রজন্মের কাল। এরা তো আর পুরোনোদের মতো মাথা নিচু করে সব মেনে নিতে পারে নি। বৈষম্যের বিরুদ্ধে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হয়ে এগিয়ে আসে জাতির আগ্নেয়গিরিতে।

অসীম সাহস আর আপোষহীনতা এবং সত্যনিষ্ঠতায় ওরা জয় পায় সকল অপশক্তির বিরুদ্ধে। জাতি আজ নতুন দিনে প্রত্যাশায়। জনতার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় ৩৬ জুলাই ২০২৪ দ্বিতীয় স্বাধীনতা পেয়েছে বাংলাদেশ। স্বাধীনতার ৫৩ বছর পর এমন অনুভূতি বিশ্বে নজিরবিহীন।

এখন নতুন প্রজন্মের মাধ্যমে বাংলাদেশকে গড়ে তোলার পালা।

৩৬ জুলাইয়ের দিনলিপির এ প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত অতি পরিচিত দৈনিক ইত্তেফাক, যুগান্তর, বাংলাদেশ প্রতিদিন, প্রথম আলো, দ্য ডেইলি স্টার বাংলা, নয়াদিগন্ত, ভোরের কাগজ, ইত্যাদি বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকের অনলাইন ভার্সন, বিবিসি বাংলা নিউজ, বিবিসি ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ, একাত্তর টিভি, চ্যানেল ২৪, এন টিভি ইত্যাদি দেশের টিভি চ্যানেলের সংবাদ ডেস্ক এবং অনলাইন সংবাদ মাধ্যমের খরব থেকে। ধারাবাহিক ঘটনা; ফলে সংবাদ মাধ্যমগুলোর হুবহু বিবরণমূলক তথ্য না দিয়ে শুধু মৌলিক তথ্যটুকুই এখানে গ্রহণ করা হয়েছে।

সকল সংবাদ মাধ্যমের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

#

২ ডিসেম্বর ২০২৪